চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেস

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসে লিন পিয়াও (বিয়াও) উপস্থাপিত রিপোর্ট ও সংবিধানে বহু তত্ত্বগত অসঙ্গতি দেখা যায়। যৎসামান্য তথ্য যা পাওয়া গিয়েছিল সেগুলিকে সম্ভাব্যতার যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ করে সেদিন কমরেড শিবদাস ঘোষ এই পর্যালোচনা করেন। পরবর্তীকালে ঘটনাপ্রবাহ তাঁর সেই মূল্যায়নকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেছে।

কমরেডস্

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসে গৃহীত লিন পিয়াও'র রিপোর্ট এবং সংবিধান সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন এসেছে। তার মধ্যে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, সেগুলোকে সামনে রেখেই আমি আলোচনা করব। তবে কিছু কিছু বিষয় আছে, যেগুলো সম্পর্কে কোন প্রশ্ন না আসলেও আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। সে সব সম্পর্কেও আমি একই সঙ্গে আমার মতামত রেখে যাব। বলা বাহুল্য, আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে এই বিষয় সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছে, আমি সেই দৃষ্টিভঙ্গীতেই আমার বক্তব্য রাখব।

নবম কংগ্রেসে গৃহীত এই রিপোর্টটি পড়ে আমরা অবাক হয়ে গেছি। এতে কিছু কিছু ভাল বক্তব্য থাকলেও গোটা রিপোর্টটির মধ্যে চূড়ান্ত তত্ত্বগত অসঙ্গতি (utter theoretical inconsistency) রয়ে গেছে। যেমন একই বিষয় সম্পর্কে নানা জায়গায় নানা স্ববিরোধী (contradictory) কথা বলা হয়েছে, অথচ যুক্তি ও তথ্যের মাধ্যমে প্রমাণ (substantiate) করে সেই বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত (conclusion) করা হয়নি। তাছাড়া, তত্ত্বগত আলোচনার ক্ষেত্রেও এই রিপোর্টটিতেনানা ধরণের faulty theoretical expression, অর্থাৎ ত্রুটিপূর্ণ তত্ত্বগত অভিব্যক্তি ঘটেছে। আর, সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে এমন সব অদ্ভুত দাবি (wild claim) করা হয়েছে যার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই এবং তার স্বপক্ষে কোন তথ্যও হাজির করা হয়নি। আমি শুধু ভাবছি, এত ঐতিহ্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক বিপ্লব, যাকে এককথায় magnificent (মহান) বলা চলে, সেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর চীনের পার্টির একটা কংগ্রেস ডাকা হবে, এটা আমি আমার "চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব" শীর্ষক প্রবন্ধে অনেক আগেই বলেছিলাম এবং বহু জটিল জিনিস পরিষ্কার করার ব্যাপারে এই কংগ্রেসের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু আশা করেছিলাম। বাস্তবিকভাবেই, এই নবম পার্টি কংগ্রেস সম্পর্কে গোটা দুনিয়ার কমিউনিস্ট মহলে কত বড় আশা, কত বড় expectation সৃষ্টি হয়েছিল। নবম কংগ্রেস এই দিক থেকে শুধু যে সেই expectation পূরণ করতে পরেনি তাই নয়, লিন পিয়াও'র রিপোর্টটির মধ্য দিয়ে যে theoretical standard reflected হ'ল, সেটা আশঙ্কা সৃষ্টি না করে পারে না।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের চরিত্র নির্দ্ধারণে স্ববিরোধী বক্তব্যের উপস্থাপনা

সোভিয়েট রাষ্ট্র এবং সেভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির চরিত্র সম্পর্কে এই রিপোর্টটির মধ্যে তাঁরা যে মন্তব্য করেছেন, আমি সেখান থেকেই আলোচনা শুরু করব। শোধনবাদী নেতাদের হাতে পড়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রটি 'অন্ধকারাচ্ছন্ন ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রে' (dark fascist state of the dictatorship of the bourgeoisie) পরিণত হয়েছে বলে নবম কংগ্রেসে কথিত তাঁদের এই বক্তব্যের সঙ্গে আমরা পুরোপুরি একমত হতে পারিনি। তবে এ ব্যাপারে যে বিষয়টি দেখে আমি খুবই অবাক হয়ে গেছি তা হচ্ছে এই যে, এই এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে, যার ওপর আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের অনেক কিছু নির্ভর করছে, সেরকম একটি প্রশ্ন নিয়ে তাঁরা একই রিপোর্টের মধ্যে তিন জায়গায় তিন ধরণের মন্তব্য করেছেন। এতবড় একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিলে এরকম ঘটনা ঘটল কি করে?

এই রিপোর্টে, যেখানে তাঁরা আন্তর্জাতিক প্রধান চারটি দ্বন্দ্বের আলোচনা করেছেন, সেখানে তাঁরা যা বলেছেন তাতে একথাই দাঁড়ায় যে, তাঁরা মনে করেন, সোভিয়েট রাষ্ট্রটি আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নেই, এটা একটা সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে এবং এই জন্যই সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর দ্বন্দ্বকে imperialist-imperialist contradiction-এর categoryর মধ্যে তাঁরা ফেলেছেন। অথচ,

রিপোর্টের যে অংশে সোভিয়েট ইউনিয়নের আভ্যন্তরীন অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে — সেখানে কিন্তু তাঁরা positive conclusion-এ (চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে) পৌঁছাতে পারেননি। সেখানে তাঁরা বলেছেন যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রটি পুঁজিবাদ পুনঃপ্রবর্তনের পথে অগ্রসর হচ্ছে। (It is stepping up towards restoration of capitalism)। আবার, আর এক জায়গায় মাও সে-তুং এর একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ভুলে যাবেন না, সোভিয়েট দেশ এবং সোভিয়েট পার্টির বেশীরভাগ মানুষগুলোই ভাল এবং কমিউনিস্ট এবং এঁরা সকলেই বিপ্লবের অনুগামী; এঁরা কিছুতেই বর্তমান শোধনবাদী নেতৃত্বকে বেশীদিন মেনে নিতে পারেন না। যেখানে বিচার্য বিষয় হচ্ছে, সোভিয়েট রাষ্ট্র এবং সোভিয়েট পার্টির চরিত্র কি, সেখানে এই তিন ধরণের বক্তব্য থেকে তাঁরা সত্যি কি বলতে চাইছেন, তা বোঝার কোন উপায় আছে কি? এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগত আলোচনার ক্ষেত্রে এসব জিনিস চলতে পারে কি এবং যদি চলে, তার দ্বারা পার্টির ভেতরে কমিউনিস্ট কর্মী ও তার বাইরের জনগণকে সঠিক কোন পথ দেখানো সম্ভব কি? এই বিষয়গুলি আমাদের খুব ভাবিয়ে তুলছে।

"সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের" যুগে বিশেষ করে রুশ বিপ্লবের পর বর্তমান দুনিয়ায় লেনিন-স্ট্যালিন বর্ণিত চারটি প্রধান দ্বন্দ্বের কথা আমি সর্বপ্রথমে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

সেগুলো হলো ঃ

(১)সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির দ্বন্দ্ব;

(২)সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব;

(৩)সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্ব, এবং

(৪)সাম্রাজ্যবাদ বনাম সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্ব।

কিন্তু, লিন পিয়াও'র রিপোর্টে বর্তমান দুনিয়ার চারটি মূল দ্বন্দ্ব কী কী, সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁরা বলেছেন, এই চারটি মূল দ্বন্দ্ব হচ্ছে ঃ—

(১) শোষিত জাতিগুলির সাথে সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব (Contradiction between oppressed nations on the one hand and imperialism and social imperialism on the other) ;

(২) পুঁজিবাদী এবং শোধনবাদী দেশগুলির অভ্যন্তরে সর্বহারা শ্রেণীর সাথে বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বন্দ্ব (Contradiction between the proletariat and the bourgeoisie in the capitalist and revisionist countries) ;

(৩) সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সাথে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব (Contradiction between imperialist and social imperialist countries and among the imperialist countries), এবং

(৪) সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে সাম্রাজ্যবাদ এবং সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব (Contradiction between socialist countries on the one hand and imperialism and social impeiralism on the other)।

আন্তর্জাতিক এই চারটি মূল দ্বন্দ্বের কথা নবম কংগ্রেসের রিপোর্টে যেভাবে বলা হয়েছে, তা থেকে দুটো জিনিস পরিষ্কার বেরিয়ে আসে। প্রথমতঃ, আন্তর্জাতিক চারটি প্রধান দ্বন্দ্ব সম্পর্কে লেনিন এবং স্ট্যালিন যে ব্যাখ্যা অনেক আগেই করে গেছেন, নবম পার্টি কংগ্রেসে তার বাইরে নূতন কোন প্রধান দ্বন্দ্বের অবতারণা করা হয়নি। সেদিক থেকে লেনিন-স্ট্যালিন বর্ণিত চারটি প্রধান দ্বন্দ্বের গণ্ডীর বাইরে তাঁরা যেতে পারেন নি বা যাননি, শুধুমাত্র সোভিয়েট রাষ্ট্রকে একটি সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র বলা ছাড়া।

দ্বিতীয়তঃ, এখানে একথাই বলতে চাওয়া হয়েছে, যে সোভিয়েট রাষ্ট্রটি আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নেই, এটা সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। বিষয়টা তাঁরা এভাবে বলেন নি যে, সোভিয়েট নেতৃত্ব সংশোধনবাদী ও অত্যন্ত বিপজ্জনক (dangerous) লাইন নিয়ে চলা সত্ত্বেও এটা আজও সাম্রাজ্যবাদের সাথে সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্বের category-র মধ্যে পড়ে। বরঞ্চ , তাঁরা পরিষ্কার বলেছেন যে, সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তার চরিত্র সাম্রাজ্যবাদ বনাম সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্বের (imperialist-imperialist contradiction) চরিত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

অথচ, এই বিষয় সম্পর্কে একই রিপোর্টে, যেখানে সোভিয়েট পার্টির নেতাদের বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ এনেছেন যে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা বৃহৎ শক্তিসুলভ মনোভাব (big brotherly attitude) দেখায়, কিংবা অপরকে দমন করতে চায়, সেখানেও তাঁরা কি বলেছেন দেখুন। তাঁরা

বলেছেন ঃ

''From Khruschev to Breznev and Company they are all person in power taking the capitalist road, who have long concealed themselves in the Communist Party of the Soviet Union. As soon as they came to power they turned the bourgeoisie's ''hope of restoration'' into *''attempts at restoration''*। অর্থাৎ, "ক্রুশ্চেভ থেকে ব্রেজনেভ এণ্ড কোম্পানীর ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা যারা সকলেই পুঁজিবাদের রাস্তা অনুসরণকারী, তারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে নিজেদের আত্মগোপন করে রেখেছিল। যে মুহূর্তে তারা ক্ষমতায় আসীন হয়েছে, তৎক্ষণাৎ তারা বুর্জোয়াশ্রেণীর "পুনরুজ্জীবনের আশা আকাঙ্খাকে" বুর্জোয়াশ্রেণীর "পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টায় রূপান্তরিত করেছে।"

তাঁরা আরও বলেছেন ঃ "…the Soviet revisionist renegade clique *has been practising* social imperialism and social fascism more frantically than ever before. Internally, it has intensified its suppression of the Soviet people and *speeded up* the all-round restoration of capitalism'' etc, etc. (italics ours)

অর্থাৎ "…সোভিয়েট সংশোধনবাদী রেনিগেড চক্র এমন মরিয়া হয়ে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক-ফ্যাসীবাদের চর্চা করছে, যা ইতিপূর্বে আর কোনদিন ঘটেনি। দেশের অভ্যন্তরে তারা সোভিয়েট জনসাধারণের ওপর অত্যাচারের মাত্রাকে তীব্রতর করেছে এবং পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবনকে ত্বরান্বিত করেছে" ইত্যাদি ইত্যাদি। (বাঁকা হরফ আমাদের)

পুঁজিবাদ পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা করা আর পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া এক কথা নয়

তাহলে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, ওপরে যে দুটো উদ্ধৃতি দেওয়া হল, তাতে তাঁরা একথাই বলতে চেয়েছেন যে, রাশিয়ায় পুঁজিবাদ পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা চলছে, পুঁজিবাদ পুনঃপ্রবর্তনের পথে তারা দ্রুত এগিয়ে চলেছে — এই পর্যন্ত। চেষ্টা চলছে বলার মানেই হল তাঁরা একটা পদ্ধতির কথা, process এর কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে, পুঁজিবাদ পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা করা, আর পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিচ্যুতি ঘটেছে — একথা বলার মানে এই নয় যে, সঙ্গে সঙ্গে সে একটি সম্পূর্ণ বিপরীত সত্ত্বায় রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন, একটি শ্রমিকশ্রেণীর দলের মধ্যেও নানা সময়ে নানা ধরণের বিচ্যুতি ঘটতে পারে। তার মানে কি এই যে, সে পার্টিটা কোন বিচ্যুতি ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই অ-শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিতে পর্যবসিত হয়ে যায়? এইটে দেখাতে হলে দেখাতে হবে, কি কি কারণে — অর্থাৎ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত দিককে correlate (সংযোজিত) করেই দেখাতে হবে যে, গোটা পার্টিটাই একটি অ-শ্রমিক শ্রেণীর দলে পর্যবসিত হয়েছে, পার্টিটা শুধু শোধনবাদী নীতি নিয়ে চলছে — বিষয়টা এমন নয়। ঠিক একইভাবে বলতে হবে যে, ঠিক কী কী কারণে সোভিয়েট রাষ্ট্রটি আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নেই, এটা social fascist state-এ পরিণত হয়েছে এবং national fascist economy'র (জাতীয় ফ্যাসীবাদী অর্থনীতি) ভিত্তিতে গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাই ফ্যাসীবাদী অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু এ ধরণের কোন প্রমাণ তাঁরা দিতে পারেন নি।

তাহলে দেখা গেল যে, আন্তর্জাতিক চারটি মূল দ্বন্দ্বের আলোচনা করতে গিয়ে এক জায়গায় তারা বলে বসলেন যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রটি সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, আবার সেই একই রিপোর্টের আর এক জায়গায় তারা বলেছেন যে, সেখানে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা চলছে। কিন্তু, কোন সাম্রাজ্যবাদী বা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কি কেউ এমন কথা বলেন যে, সেখানে এমন কিছু লোক আছেন যারা দেশকে পুঁজিবাদের পথে নিয়ে যেতে চাইছেন? হিটলারের জার্মানী — যেটা ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল — বা এরকম কোন দেশের ক্ষেত্রে বলা চলে কি যে, সেখানে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা চলছে? এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ দলিলে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে একবার সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা, আবার একই সাথে সেখানে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা চলছে, এরকম কথা বলা — এহেন অভাবনীয় বৈসাদৃশ্য থাকে কি করে? দুনিয়াজোড়া কমিউনিস্টদের তত্ত্বগত মানের এতবড় অবনমন হওয়া সত্ত্বেও এবং কমিউনিস্ট আদর্শের এতবড় সংকট দেখা দেওয়া সত্ত্বেও আজও এরকম কমিউনিস্টদের অভাব নেই, যারা 'এলেবেলে' যাহোক কিছু বলে দিলেই মেনে নেবে!

আবার দেখুন, মাও সে-তুং এর যে উদ্ধৃতিটা দেওয়া হয়েছে, তাতে কি বলা হয়েছে? তাতে বলা হয়েছে

ঃ ''The Soviet Union was the first socialist state and the Communist Party of Soviet Union was created by Lenin. Although the leadership of the Soviet Party and State has now been usurped by the revisionists, I would advise comrades to remain firm in the conviction that the masses of Soviet people and party members and cadres are good, that they desire revolution and that revisionist rule will not last long''.

অর্থাৎ "সোভিয়েট রাষ্ট্রই হচ্ছে দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউস্টি পার্টিকে লেনিন নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন। যদিও সোভিয়েট পার্টি এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রের নেতৃত্ব শোধনবাদীদের হাতে কুক্ষিগত হয়েছে, তবুও আমি পার্টি কমরেডদের এই অটুট ও দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে চলতে বলব যে, সোভিয়েটের ব্যাপক জনসাধারণ, পার্টি সদস্য ও কর্মীবৃন্দ সকলেই ভাল এবং তাঁরা বিপ্লব চান এবং শোধনবাদীদের কর্তৃত্ব বেশীদিন স্থায়ী হাতে পারে না।" যেখানে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে যে, সোভিয়েট পার্টি এবং সোভিয়েট রাষ্ট্র সম্পর্কে আমাদের বিশ্লেষণ কী হবে, তাদের বিচ্যুতি ঘটেছে বলে যেসব কথা ভাবা হচ্ছে তার মাত্রা কী এমন পর্যায়ের যে, তাকে আর কমিউনিস্ট পার্টি বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে পারি না — মূল প্রশ্ন যেখানে এটা সেখানে মাও সে-তুং-এর উদ্ধৃতিটি মূল বিষয়টির ধার কাছ দিয়ে না গিয়ে সোজা কথায় সমস্যাকে এগিয়ে গেছে, পাশ কাটিয়ে গেছে। মাও সে-তুং-এর এই উদ্ধৃতিটি এখানে উল্লেখ করা শুধু যে অকার্যকরী (inadequate) তাই নয়, এটা অপ্রাসঙ্গিকও (irrelevant) বটে। "সোভিয়েট পার্টি ও রাষ্ট্রের ব্যাপক মানুষই ভাল এবং বিপ্লবের অনুগামী" — কমরেডদের এই কথা স্মরণ করবার উপদেশ দেবার মধ্য দিয়ে মূল যে প্রশ্ন, অর্থাৎ সোভিয়েট পার্টিটি আজও কমিউনিস্ট পার্টি আছে কিনা এবং রাষ্ট্রটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আছে কিনা — তার কোন জবাব দেওয়া হল কি? এই উদ্ধৃতিটি কি তাঁদের বিভ্রান্তি কাটাতে বিন্দুমাত্র সাহায্য করেছে, নাকি সমস্ত বিষয়টাকেই আরও জটিল ও গোলমাল করে দিতে সাহায্য করেছে? অথচ, এহেন একটি রিপোর্টকে "রাস্তা আলোকিত করেছে" বলে বলা হয়েছে। এটা কি ধরনের standard? তাঁদের বক্তব্যগুলো সঠিক কী বেঠিক তার বাইরেও তাদের তত্ত্বগত মান (standard) কোন্ ধরণের, সেটাই ভেবে দেখতে বলছি। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ দলিলে কী করে এহেন বিচিত্র জিনিসের সমাবেশ ঘটে, সেই প্রশ্নের জবাব শুধু নবম কংগ্রেসে যোগদানকারী ডেলিগেটরাই নয়, কেন্দ্রীয় কমিটি, স্ট্যান্ডিং কমিটি, এবং লিন পিয়াও সহ সমস্ত নেতাদেরই দিতে হবে। এসব প্রশ্নের জবাব তারা কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাই একটি বিষয় আমাকে খুব ভাবাচ্ছে; সেটা হ'ল চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব — যাকে আমি এক কথায় magnificent বলে আখ্যা দিয়েছি — সেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চীনের পার্টি সেদিন যাদের শত্রু বলেছে, capitalist roader বলেছে, যারা নাকি পার্টির অভ্যন্তরে থেকেই সোভিয়েট শোধনবাদের লেজুড় হয়ে চীনের রাষ্ট্র ও অর্থনীতিকে বিপন্ন করে তুলেছে বলে তারা অভিযোগ এনেছে, সেইসব লোকগুলোকে একজন একজন করে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয়েছে কিনা, সেটা আমার কাছে অত বড় প্রশ্ন নয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে এত বড় একটা সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটে গেল, তার মধ্য দিয়ে পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, সংগঠক, সাধারণ সদস্য এবং গোটা দেশের জনসাধারণের যে তত্ত্বগত মান, আদর্শগত মান, সেটা উন্নীত (lifted) হয়েছে কিনা। কেননা, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এটাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল। শোধনবাদের সম্ভাব্য অভ্যুদয়ের বিরুদ্ধে এইটাই তো হ'ল মূল গ্যারান্টি। It is the foundation, rock-bottom foundation and bulwork against possible emergence of revisionism. তাই এই দিকটার ওপর বিশেষ নজর এবং গুরুত্ব দেওয়া দরকার ছিল বলে মনে করি।

এবার মূল প্রশ্নে ফিরে আসা যাক। সোভিয়েট রাষ্ট্রটি আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নেই, এটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, বা সোভিয়েট পার্টিটা আর কমিউনিস্ট পার্টি নেই — এসব কথা বলতে হলে সেটা তত্ত্বগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করে দেখাতে হবে এবং ঘটনা ও তথ্যের সাহায্যেও সে সম্পর্কে প্রমাণ সরবরাহ করতে হবে। পার্টি এবং রাষ্ট্রের নেতৃত্ব শোধনবাদী হয়ে পড়েছে — শুধু একথা বললেই সঙ্গে সঙ্গে এটা প্রমাণ হয়ে যায় না যে, যেহেতু এরকম একটা কাণ্ড ঘটে গেছে, সেহেতু পার্টিটা আর কমিউনিস্ট পার্টি নেই এবং রাষ্ট্রটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নেই। আমি এরকম প্রমাণের কথা বলছি না। এসব আসলে প্রমাণের নামে over simplification বা অতি সরলীকরণ মাত্র। কেননা, কালই যদি আবার একটা বিপ্লবী নেতৃত্ব ক্ষমতা দখল করে, তাহলেই কি সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বলতে শুরু করবেন যে, পার্টিটা আবার তৎক্ষণাৎ কমিউনিস্ট পার্টি হয়ে গেছে এবং রাষ্ট্রটি সমাজতান্ত্রিক রূপ নিয়েছে। এর নাম কি মার্কসবাদ? গোটা বিষয়টাকে আমি এত সহজ (simple) বলে মনে

করি না। Modern revisionist নেতৃত্ব কুক্ষিগত (usurp) করার জন্য ''সোভিয়েট রাষ্ট্রটি আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নেই'' — একথা প্রমাণ করতে হলে দেখাতে হবে, নিঃসংশয়ে দেখাতে হবে যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের উৎপাদন কাঠামো, উৎপাদন সম্পর্ক এবং উৎপাদনের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে এবং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক ও সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের উদ্দেশ্যের পরিবর্তে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক ও পুঁজিবাদী উৎপাদনের উদ্দেশ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়ে উৎপাদনের মূল কাঠামোকেই পাল্টে দিয়েছে।

অর্থাৎ, আমি যেটা বলছি তা হ'ল, এই বিষয়টা আলোচনার সময় শুধু কিছু tendency বা কতগুলো লক্ষণ দেখালেই চলবেনা। দেখাতে হবে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক dominant character assume করছে কিনা, অর্থাৎ প্রধান সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে কিনা। এই সমস্ত বিষয়গুলো যেমন নানা দিক থেকে বিশ্লেষণ করে দেখাতে হবে, তেমনই প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে তা প্রমাণ করতে হবে। সুতরাং, যতক্ষণ পর্যন্ত না রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, দার্শনিক — এই সমস্ত দিক থেকে বিচার করে সব কিছুকে একত্রিত (correlate) করে একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা যাচ্ছে এবং বাস্তব তথ্য ও ঘটনার দ্বারা সেটা সমর্থিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত একথা কিছুতেই বলা চলে না যে, একটি কমিউনিস্ট পার্টি বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, একটি অ-কমিউনিস্ট পার্টি বা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এসম্পর্কে আমাদের বক্তব্য কি, সেটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রশ্ন। কিন্তু, এমনকি চীনের বক্তব্য থেকেও আমরা নিঃসংশয়ে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি যে, রাশিয়ায় পুঁজিবাদ পুনঃপ্রবর্তনের সম্ভাবনা শুধু নয়, সেখানে ইতিমধ্যেই পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কেননা চীনের পার্টি এমন কোন তত্ত্বগত বিশ্লেষণ বা তথ্য উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়নি, যা থেকে নিঃসন্দেহে একথা প্রমাণ করা যায়। সুতরাং, একথা পরিষ্কার যে, বর্তমান দুনিয়ার চারটি প্রধান দ্বন্দ্ব আলোচনা করার সময় সোভিয়েট রাষ্ট্রকে একটি সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র হিসাবে জোরের সাথে বলা (assert) ছাড়া কোন তত্ত্বগত বিশ্লেষণ বা তথ্যের সাহায্যে তাঁরা সেকথা প্রমাণ করতে পারেননি।

কোন মৌলিক পরিবর্তন শুধুমাত্র ক্রম পরিবর্তনের পথে হতে পারে না

এখানে একটি প্রশ্ন এসেছে যে, যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া হয় যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রটি বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, তাহলেও সেই পরিবর্তনটা ''শান্তিপূর্ণ ক্রম পরিবর্তনের'' পথে হতে পারে কিনা এবং এভাবে বলাটা মার্কসবাদ সম্মত কিনা। কেননা, লিন পিয়াও'র রিপোর্টে বলা হয়েছে, ''As soon as they (the revisionist clique — Publisher) came to power, ……usurped the leadership of the Party of Lenin and Stalin, and through ''peaceful evolution'', turned the world's first state of the dictatorship of the proletariat into a dark, fascist state of the dictatorship of the bourgeoisie'' অর্থাৎ, শোধনবাদী চক্র ক্ষমতায় আসার পর শান্তিপূর্ণ ক্রমপরিবর্তনের (peaceful evolution) পথে দুনিয়ার সর্বহারা একনায়কত্বের প্রথম রাষ্ট্রটি বুর্জোয়া একনায়কত্বের অন্ধকারাচ্ছন্ন ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। প্রশ্নটি হচ্ছে, যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, রুশ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো, উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদনের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গেছে — যা না হওয়া পর্যন্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, এমন কথা বলা চলে না — এই মৌলিক পরিবর্তনটা, প্রতিরোধ (resistance) না থাকলে bloody seizure of power নাও হতে পারে, অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ উপায়ে হতে পারে ঠিকই, কিন্তু যেহেতু এক রাষ্ট্র থেকে অপর একটি রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হওয়ার মত মৌলিক পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে, সেটা শুধুমাত্র ক্রম পরিবর্তনের (evolution) পথে হতে পারে কিনা? কেননা, মার্কসবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ থেকে আমরা এই শিক্ষাই পেয়েছি যে, কোন ঘটনা (phenomenon) বা কোন সত্বার (entity) মৌলিক পরিবর্তন তখনই ঘটতে পারে যখন তার মধ্যে প্রতি মুহূর্তের পরিবর্তন — যেটাকে আমরা ক্রম পরিবর্তন, evolution বা পরিমাণগত পরিবর্তন ইত্যাদি বলি, তার ধারাবাহিকতার পথ বেয়ে ''নোডাল পয়েন্টে'' reach করে তার মধ্যে একটা হঠাৎ পরিবর্তন, abrupt change, revolutionary change বা গুণগত বা মৌলিক পরিবর্তন ঘটে যায়। সুতরাং, যেখানে সোভিয়েট রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্রের দিক থেকে একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে বলে বলা হচ্ছে, অর্থাৎ সর্বহারার একনায়কত্বের পরিবর্তে বুর্জোয়া একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে — এরকম কথা ভাবা হচ্ছে, সেখানে সেই মৌলিক পরিবর্তনটা শুধুমাত্র evolution বা ক্রম পরিবর্তনের পথে ঘটেছে — একথা বলা মার্কসবাদসম্মত কিনা! কথাটা যদি শান্তিপূর্ণ

পরিবর্তন না হয়ে "শান্তিপূর্ণ প্রতিবিপ্লব" (peaceful counter revolution) বলা হত, তাহলে মূল বিষয় সম্পর্কে যত প্রশ্নই থাক না কেন, অন্ততঃ এই ধরণের বিপত্তি দেখা দিত না। মার্কসবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, কোন জিনিসের মধ্যে পরিবর্তন ঘটতে ঘটতে যখন একটি সম্পূর্ণ নূতন জিনিসের সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ একটি ভিন্নতর সত্বার আবির্ভাব ঘটে, তখন এই দুইয়ের মধ্যে যেমন একটি ধারাবাহিকতা থাকে, countinuity থাকে, তেমনই এদের মধ্যে একটা break বা ছেদ থাকে। পরিবর্তনের চরিত্র সঠিকভাবে বুঝতে হলে এই দুটো দিকই আমাদের ভাল করে বুঝতে হবে। আর, আমি যেটাকে 'ব্রেক' বললাম, 'নোডাল পয়েন্ট' বললাম, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই "নোডাল পয়েন্ট"টাই বিপ্লবকে সূচিত কর — যে অবস্থায় এসে একটি শ্রেণীর রাষ্ট্র অপর একটি শ্রেণীর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তাই একটি রাষ্ট্র থেকে অপর একটি রাষ্ট্র, এক শ্রেণীর একনায়কত্ব থেকে অপর এক শ্রেণীর একনায়কত্বে রূপান্তরিত হওয়া — এর মধ্যেকার যে পরিবর্তন, প্রতিরোধ না থাকলে সেটা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সম্ভব হলেও, ক্রম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ঘটা কিছুতেই সম্ভব নয়। যেহেতু একটি কমিউনিস্ট পার্টি আছে, শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শের প্রতি ব্যাপক জনসাধারণের একটা আনুগত্যবোধ আছে — সেখানে মার্কসবাদের কথা আওড়াতে আওড়াতেই, শোধনবাদের চর্চা করতে করতেই মার্কসবাদের বিপ্লবী প্রাণসত্ত্বাকে ভেতর থেকে মেরে দিতে পারলে একটি গোটা ব্যবস্থাটাই পচে যেতে পারে, polluted হতে পারে। এবং তার ফলে প্রতিরোধ না থাকলে, রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা ছাড়াই একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। কিন্তু, আর যাই হোক্, সেটা evolution বা ক্রম পরিবর্তনের পথে কিছুতেই ঘটতে পারেনা। সুতরাং একথা বলতেই হবে যে, 'peaceful evolution' বা 'শান্তিপূর্ণ ক্রম পরিবর্তনে'র কথাটা একটা faulty theoretical expression, অর্থাৎ ত্রুটিপূর্ণ তত্ত্বগত অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব কিছু দেখে শুনেই আমি বলেছিলাম যে, গোটা দলিলটি 'Masterpiece of faulty theoretical expression', অর্থাৎ ভুল তত্ত্বের সেরা অভিব্যক্তি!

আবার দেখুন, লিন পিয়াও'র রিপোর্টে এক জায়গায় বলা হয়েছে — ''Chairman Mao has waged a tit-for-tat struggle against modern revisionism''। অর্থাৎ, চেয়ারম্যান মাও আধুনিক সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে tit-for-tat struggle অর্থাৎ "ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়" — এহেন সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। আমি আপনাদের একটি কথা ভেবে দেখতে বলছি। আধুনিক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রামে, যেটা আসলে আদর্শগত সংগ্রাম, সেটা যত তীব্র, যত দীর্ঘস্থায়ী এবং যত সর্বব্যাপক সংগ্রামই হোক্ না কেন, তাকে আমরা "tit-for-tat struggle" বলতে পারি কি? বললে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের যে চরিত্রটা আমরা তুলে ধরতে চাই, সেটা ঠিক ঠিক ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব কি? কেননা, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেকটি কথা একটা বিশেষ অর্থ বহন করে, তার একটা বিশেষ connotation আছে। তাই যেকোন জায়গায়, যেকোন শব্দ স্থান-কাল নির্বিশেষে ব্যবহার করা চলে না। 'Tit-for-tat struggle' কথাটা সব সময়েই দুই শ্রেণী শত্রুর মধ্যে, class enemy'র মধ্যে যে সংগ্রাম, সেইসব ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তার সাথে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রামের সম্পর্ক কি? এভাবে বললে, বলার মধ্যে যত আমেজই থাকুক না কেন, বিভ্রান্তি বাড়তেই সাহায্য করা হয়, চিন্তাক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয়, স্বচ্ছতা মার খায়। আমার মনে হয়েছে, তাঁদের এইভবে বলার পেছনে একটা কারণ আছে। লিন পিয়াও'র রিপোর্টে unity of opposite সম্পর্কে যে ধরণের উপলব্ধি (understanding)কে তাঁরা প্রতিফলিত (reflect) করেছেন, বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিটা unity of opposite-এর নীতির ভিত্তিতেই পরিচালিত এবং এই নীতি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির মধ্যে সর্বদা বিরাজমান — এরকম একটা উপলব্ধির প্রকাশ যেটা ঘটেছে — tit-for-tat struggle-এর বিপত্তিটা সৃষ্টি হয়েছে সেখানে থেকেই। তবে unity of opposite-এর নীতি আমরা কীভাবে বুঝি, এ সম্পর্কে আমাদের মতামত কী — সে সব আমি পরে আলোচনা করব।

এই প্রসঙ্গে আমি আরও একটা দিক ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। ধরুন, একটি non-socialist system of state, অর্থাৎ অ-সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা — সেটা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র হতে পারে, নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র (resurgent nationalist state) হতে পারে, আবার একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মৌলিক বিচ্যুতির মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে — এরকম হতে পারে, বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যার মধ্যে বিচ্যুতি শুরু হয়েছে, কিন্তু সেটা মৌলিক বিচ্যুতির স্তর পার করে দিয়ে পুঁজিবাদী চরিত্র অর্জন করেনি নি — এরকম একটা রাষ্ট্রের

প্রসঙ্গও আলোচনার মধ্যে আসতে পারে। তাহলে এই যে বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্র সে সম্পর্কে আমাদের approach বা দৃষ্টিভঙ্গী কি সর্বত্রই একই ধরণের হবে? এইসব রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা যখন বলব, সেটা কি একইভাবে, অর্থাৎ ঢালাওভাবে বলব? আমরা যদি বিশেষ দ্বন্দ্বের বিশেষ চরিত্র (particularity of contradiction) নির্ণয় করতে না পারি, তাহলে কোন বিষয় সম্পর্কেই কি সত্য ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব? আর সত্য ধারণা গড়ে না উঠলে কোন সংগ্রামকে সঠিক পথে পরিচালনা করা সম্ভব? তাই, সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে tit-for-tat struggle বলার মধ্যে দিয়ে মূল সংগ্রামকে, না চাইলেও অনেকটা গুলিয়ে দেওয়া হবে বলে আমি মনে করি।

বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হওয়া এবং সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরেও বুর্জোয়া ও প্রোলেটারিয়েটের শ্রেণী সংগ্রাম যে সাথে সাথেই resolved (শেষ) হয়ে যায় না, বরং বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিরোধ ক্ষমতা ভিন্নরূপে, ভিন্ন আকারে আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পায় — এ সম্বন্ধে লেলিনের পর পর কয়েকটি উদ্ধৃতি লিন-পিয়াও তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন। অথচ, তার দুই পৃষ্ঠা পরেই লিন-পিয়াও তাঁর রিপোর্টে এই একই বিষয় সম্পর্কে মাও সে-তুং এর বক্তব্য থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যেটি আসলে লেনিনের বক্তব্যেরই reiteration (পুনরুল্লেখ) মাত্র এবং তাও অত comprehensiveও নয়। এই উদ্ধৃতি দিয়েই লিন-পিয়াও একটি wild claim করেছেন এই কথা বলে যে, এই বক্তব্যের দ্বারা মাও সে-তুং নাকি সর্বপ্রথম মার্কসবাদের theory and practice-এর ক্ষেত্রে ইতিহাসে একটি নূতন সংযোজন করেছেন! এটা কি ধরনের ethical sense এবং কাণ্ডজ্ঞানকে reflect করে! দু'পাতা আগেই লিন পিয়াও নিজেই যে লেনিনের এই সম্বন্ধে অত্যন্ত পরিষ্কার এবং comprehensive বক্তব্য তুলে ধরেছেন সেটুকু পর্যন্ত তাঁর খেয়াল নেই!

বিষয়টা যদি এরকম হ'ত যে, আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে লেনিন কি বলেছেন সেটা চীনের পার্টি কমরেডদের জানা নেই, এমনকি লিন পিয়াওরও জানা নেই, তাহলে ব্যাপারটার মধ্যে ভুল হলেও এতটা আপত্তি করার কিছু ছিল না। তখন আমরা মনে করতে পারতাম যে, লেনিনের বিশ্লেষণগুলো তারা জানতেন না বলেই তাঁরা যখন সেই বিষয় সম্পর্কে মাও-এর বিশ্লেষণগুলো দেখলেন এবং যেহেতু সেসব দেখার পর তাদের মনে হয়েছে, এর মধ্য দিয়ে সত্যকে প্রতিফলিত করা হয়েছে, অর্থাৎ বক্তব্যটা সঠিক — তখন তাঁরা বললেন যে, কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে মাও সে-তুংই সর্বপ্রথম এই বিষয় সম্পর্কে তাঁর মৌলিক বিশ্লেষণ রেখে গেছেন। আমার এই বক্তব্য শুনে কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে, এ কি করে সম্ভব? লেনিন এতদিন আগে যা বলে গেছেন সেটা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা জানেন না? তাহলে তাঁরা কেমন কমিউনিস্ট? আমি মনে করি, এভাবে দেখাটা ভুল। এমন ঘটনা ঘটতে পারে — বিশেষ করে সেইসব দেশের নেতাদের পক্ষে, যারা দীর্ঘ সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন — যে, তাঁরা অপর একটি দেশের কোন কমিউনিস্ট নেতার কোন মূল্যবান বিশ্লেষণের হয়ত খোঁজ রাখতে পারেন নি। আর, এরকম ঘটনা ঘটলেই যদি কেউ বলেন, তাঁরা ভাল কমিউনিস্ট হতে পারেন না — আমার মতে এভাবে বলা ভুল। কিন্তু, আমরা এখন যেটা আলোচনা করছি, সেক্ষেত্রে এরকম প্রশ্ন আসতেই পারে না। কেননা, ডেলিগেটরা যদি আগে নাও জেনে থাকেন, লিন-পিয়াও তাঁর রিপোর্টে প্রথমে লেনিনের উদ্ধৃতিগুলি তুলে ধরে লেনিনের বিশ্লেষণ তাঁদের জানিয়ে দিয়েছেন। তাই, একথা বলার সুযোগ নেই যে, লেনিনের বিশ্লেষণগুলো তাঁরা জানতেন না বলেই, অর্থাৎ না জেনেই তাঁরা ভুল করে বলে ফেলেছেন যে, মাও-ই সর্বপ্রথম এরকম অমূল্য বিশ্লেষণ রেখে গেছেন।

আপনাদের বোঝবার সুবিধার জন্য আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে লিন-পিয়াও তার রিপোর্টে যে যে কোটেশনগুলো উল্লেখ করেছেন, আমি সেগুলো পর পর পড়ে শোনাচ্ছি। প্রথমে যে কোটেশনটি দেওয়া হয়েছে সেটা হল ঃ

''Those who recognise only the class struggle are not yet Marxists ……only he is a Marxist who extends the recognition of the classes to the recongnition of the dictatorship of the proletariat''. অর্থাৎ "কেউ শ্রেণী সংগ্রামের কথা বললেই মার্কসবাদী হয়ে যায় না। …যারা শুধু শ্রেণীর অস্তিত্বই নয়, সর্বহারার একনায়কত্বকেও স্বীকৃত দেয়, তাদেরই আমরা মার্কসবাদী বলতে পারি।"

দ্বিতীয় — ''The transition from capitalism to communism represents an entire historical epoch. Until this epoch has terminated, the exploiters inevitably cherish the hope of restoration, and

this hope is converted into attempts at restoration''. — অর্থাৎ, "পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণ হওয়ার অন্তবর্তীকালীন অবস্থাটি একটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক স্তরকেই বোঝায়। যতদিন পর্যন্ত না এই ঐতিহাসিক স্তরটি শেষ হয়, ততদিন শোষকরা অবশ্যম্ভাবীরূপে শুধুমাত্র পুঁজিবাদ পুনঃপ্রবর্তনের আশা পোষণ করে তাই নয়, পুঁজিবাদ পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টাও করে।"

তৃতীয় — ''The bourgeoisie, whose resistance is increased ten-fold by its overthrow (even if only in one country), and whose power lies not only in the strength of international capital, in the strength and durability of the international connection of the bourgroisie, but also in the force of habit, in the strength of small production. For unfortunately, small production is still very, very widespread in the world, and small production engenders capitalism and the bourgeoisie continuously, daily, hourly, spontaneously and on a mass scale.'' — অর্থাৎ, রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উৎখাত হওয়ার পর (সেটা যদি এমনকি একটিমাত্র দেশেও ঘটে), বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিরোধ দশগুণ বেড়ে যায়। কেননা এই বুর্জোয়াশ্রেণী শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক পুঁজির শক্তি থেকেই রসদ সংগ্রহ করে বা আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে যোগাযোগ ও তার শক্তি ও স্থায়িত্বের ওপর নির্ভর করে তাই নয় — সে এমনকি সমাজের পুঁজিবাদী অভ্যাস এবং ক্ষুদ্র পুঁজির শক্তির উপরও নির্ভর করে। কেননা, দুর্ভাগ্যজনক হলেও একথা সত্য যে, ক্ষুদ্র পুঁজি আজও গোটা দুনিয়ায় ব্যাপকভাবে বিরাজমান এবং এই ক্ষুদ্র পুঁজি প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ব্যাপক হারে পুঁজিবাদ এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্ম দেয়।"

চতুর্থ — ''For all these reasons the dictatorship of the proletariat is essential''. — অর্থাৎ, "এ সমস্ত কারণেই সর্বহারার একনায়কত্বের প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরী।"

পঞ্চ ম —'' 'The new bourgeoisie' was arising from among our Soviet Government employees''. — অর্থাৎ, "আমাদের সোভিয়েট রাশিয়ার সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে থেকেই এই 'নূতন বুর্জোয়াশ্রেণী' জন্ম নিচ্ছে।" এবং সর্বশেষ হল ঃ

''The imperialist countries will never miss an opportunity for military intervention, as they put it, i.e. to strangle soviet power.'' — অর্থাৎ, "সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো সোভিয়েট রাষ্ট্রকে গলাটিপে মারার জন্য এমনকি সামরিক হস্তক্ষেপের কোন সুযোগও কখনো ছাড়বেনা।"

এতক্ষণ ধরে যে কোটেশনগুলো পড়ে শোনালাম, আপনারা আগেই শুনেছেন যে, লেনিনের যে কোটেশনগুলো লিন পিয়াও তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন, আমি সেগুলোকেই পর পর পড়ে শোনালাম মাত্র। কিন্তু যে বিষয়টা আমরা আলোচনা করছি, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের পরিস্থিতিতে শ্রেণী সংগ্রামের রূপ কি হবে — সে সম্পর্কে লেনিনীয় শিক্ষাকে আরও সুস্পষ্ট করে তুলে ধরবার জন্য আমার মনে হয়েছে লেনিনের আরও কিছু অত্যন্ত মূল্যবান উদ্ধৃতির প্রতি (যেগুলো অবশ্য লিন পিয়াও উল্লেখ করেননি) আপনাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করা দরকার। আমি সেরকম কয়েকটি উদ্ধৃতি আপনাদের অবগতির জন্য উল্লেখ করছি ঃ

''Socialism means abolition of classes. The dictatorship of the proletariat has done all it could do to abolish classes. But classes cannot be abolished at one stroke''. অর্থাৎ, "সমাজতন্ত্র মানেই হচ্ছে (সাধারণভাবে) শ্রেণীর অবলুপ্তি। সর্বহারার একনায়কত্বের অধীনে এই শ্রেণী অবলুপ্তির জন্য যা কিছু সম্ভব তা করা হয়েছে। কিন্তু এক ধাক্কায় শ্রেণী অবলুপ্তি সম্ভব নয়।

''All classes still remain and will remain in the era of the dictatorship of the proletariat''. — অর্থাৎ "সর্বহারা একনায়কত্বের যুগে সমস্ত শ্রেণীগুলি থাকে এবং থাকবে।"

''The class struggle does not disappear under the dictatorship of the proletariat, it merely assumes different forms''.— অর্থাৎ, "সর্বহারার একনায়কত্বের অধীনে শ্রেণী সংগ্রাম অবলুপ্ত হয় না, শ্রেণী সংগ্রাম শুধুমাত্র তার বিভিন্ন রূপ পাল্টায়।"

''The class struggle, waged by the overthrown exploiters against the victorious vanguard of the exploited i.e. the proletariat, has become incomparably more bitter. And it cannot be otherwise in the case of revolution, unless this concept is replaced by reformist illusions.'' — অর্থাৎ "শোষিতশ্রেণীর অগ্রগামী অংশ, অর্থাৎ বিজয়ী সর্বহারাশ্রেণীর বিরুদ্ধে গদিচ্যুত শোষকশ্রেণীগুলির শ্রেণী সংগ্রাম পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী তীব্র ও তিক্তরূপ ধারণ করে। বিপ্লবী চিন্তাকে যদি সংস্কারবাদী বিভ্রান্তি

আচ্ছন্ন না করে ফেলে তাহলে এমন ঘটনা (পুঁজিবাদ বিরোধী) বিপ্লবে ঘটতে বাধ্য।"

''The abolition of classes requires a long, difficult and stubborn *class stuggle,* which *after* the overthrow of the power of capital, *after* the destruction of the bourgeois state, *after* the establishment of the dictatorship of the proletariat *does not* disappear, (as the vulgar representatives of the old socialism and social democracy imagine) but merely changes its forms and in many respects becomes more fierce.''(italics ours) — অর্থাৎ, "একটি দীর্ঘস্থায়ী কঠিন এবং কঠোর শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রেণীগুলির অবলুপ্তি ঘটা সম্ভব। পুঁজিপতি শ্রেণী উৎখাত হওয়ার পর, বুর্জোয়া রাষ্ট্র কাঠামো ধ্বংস সাধনের পর, সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর এই শ্রেণী সংগ্রাম শেষ হয়ে যায় না (পুরানো সমাজতন্ত্রী ও সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা যেমন বিশ্বাস করে থাকে), বরং কেবল তার রূপ পাল্টায় মাত্র এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সেটা আরও তীব্রতর রূপ ধারণ করে।" (বাঁকা হরফ আমাদের)

''Dictatatorship of the proletariat is the continuation of the class struggle of the proletariat in new forms''. — অর্থাৎ, "সর্বহারার একনায়কত্ব হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণীর শ্রেণী সংগ্রামকে অব্যাহতভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি নতুন রূপ।

''Dictorhsip is a state of intense war''. — অর্থাৎ, "একনায়কত্ব হচ্ছে তীব্র সংগ্রামের একটা অবস্থা।" লেনিনের এরকম আরও গাদা গাদা কোটেশন আছে, আমি কয়েকটি উল্লেক করলাম মাত্র। কিন্তু, আমি যে কথাটা বলতে বলতে চলে এসেছি, সেটা হ'ল, লিন পিয়াও লেনিনের কোটেশনগুলো উল্লেখ করার পরই মাও সে-তুং-এর একটি কোটেশন উল্লেক করেছেন, যেমন ঃ

''The class struggle between the proletariat and the different political forces, and the class struggle in the ideological field between the proletariat and bourgeoisie will continue to be long and tortuous and at times will even become more acute.'' — অর্থাৎ, "সর্বহারা শ্রেণী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে যে শ্রেণী-সংগ্রাম এবং আদর্শগত ক্ষেত্রে সর্বহারা এবং বুর্জোয়ার মধ্যে যে শ্রেণীসংগ্রাম, সেটা দীর্ঘদিন চলতে থাকবে এবং সেই সংগ্রাম হবে আঁকা বাঁকা এবং এমনকি কখনও সেটা হবে আরও তীব্র।"

আর, এই কথাটা বলবার পরই লিন পিয়াও'র রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ

''Thus, *for the first time* in the theory and practice of international communist movement, *it was pointed out* explicitly that classes and class struggle still exists after the socialist transformation of the ownership of the means of production has been in the main completed and that the proletariate must continue the revolution''. (italics ours) — অর্থাৎ, "সুতরাং, আর্ন্তজাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই সর্বপ্রথম পরিষ্কার করে দেখানো হ'ল যে, শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রাম এখনও আছে, উৎপাদনের উপায়ের সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন মূলতঃ সমাধা হয়ে যাওয়ার পরও এটা আছে এবং সর্বহারাকে এই বিপ্লব এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।" (বাঁকা হরফ আমাদের)

আর, আমার আপত্তি এইখানেই। গোটা ব্যাপারটাই আমার খুব খারাপ লেগেছে। আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে লেনিনের এত সুন্দর বিশ্লেষণ উল্লেখ করার পরেও কি করে এরকম একটি অদ্ভুত দাবী, wild claim করা সম্ভব হ'ল যে, মার্কসবাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে মাও সে-তুংই এ বিষয় সম্পর্কে সবচেয়ে প্রথম তাঁর বিশ্লেষণ রেখে গেছেন? যে কোন মতলবেই হোক্, একজন লোক platitude (খোশামোদ) দেবার আতিশয্যে কতটা অন্ধ হলে এরূপ কাণ্ড হতে পারে? আর, যে সমস্ত প্রতিনিধি রিপোর্টটি পড়েও বসে বসে শুনলেন, তাঁরাই বা এরকম trash (বাজে) জিনিস approve (অনুমোদন) করলেন কি করে? তারা কি একবারও ভেবে দেখলেন না যে, নেতৃত্বকে প্রশংসা করার নাম কি খোশামোদ করা? এ তো নির্লজ্জ খোশামোদ? আর, খোশামোদ করে কি কখনও কোন নেতা ও বা নেতৃত্বকে তুলে ধরা যায়? এবং যে ব্যক্তি এরকম নির্লজ্জ খোশামোদ করতে পারে, তিনিই বা কি ধরণের লোক? এইসব দেখে শুনে আমার বার বার একটা কথা মনে হয়েছে — যেটা আমি কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে রেখেছি এবং আপনাদের কাছেও না রেখে পারছি না, তা হচ্ছে যে, এই লিন পিয়াও যদি মাও সে-তুং এর পর চীনের পার্টির তাত্ত্বিক নেতা হন এবং চীনের পার্টির ক্ষমতা ও নেতৃত্ব তাঁর হাতে বর্তায়, তাহলে চীনের পার্টির ভবিষ্যৎ অন্ধকার — একথা আমি বলতে বাধ্য। আর খোদ, মাও সে-তুং নিজে যদি এই রিপোর্ট অনুমোদন করে থাকেন (আমি এই যদি কথাটার ওপর খুব জোর দিচ্ছি। কেননা, মাও সে-তুং সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা আমার আজও রয়েছে, তাতে আমি জানি, তিনি এসবের ঘোরতর

বিরোধী) — তাহ'লে সেটাই বা কি করে সম্ভব? তাঁর wisdom (বিচক্ষণতা) সম্পর্কে — পুরানো দিনের বিচক্ষণতা নয়, বর্তমানেও তিনি যে বিচক্ষণতা show করে যাচ্ছেন, তার উপর আমার খুবই আস্থা আছে। তাতে তিনি এ ধরণের জিনিস কি করে অনুমোদন করতে পারেন, সেটাই আমাকে ভাবাচ্ছে। মাওকে আমি যতটা জানি এর সঙ্গে আমি কিছুতেই মেলাতে পারছি না।

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেই শ্রেণীসংগ্রাম অবলুপ্ত হয়ে যায় না

তাহলে, লেনিনের বক্তব্য থেকে আমরা কি পেলাম? লেনিন বলে গেছেন যে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল মানে এই নয় যে, শ্রেণীর অবলুপ্তি ঘটল। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাঝখানের যে স্তরটা, এই পুরো সময়টাতেই শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকে — তাই শ্রেণীদ্বন্দ্বও থাকে। এই সময়ে শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবলুপ্তি ঘটে না, শ্রেণীসংগ্রামের রূপের (form) পরিবর্তন হয় মাত্র। ফলে, শ্রেণী সংগ্রাম চলতেই থাকে। শুধু তাই নয়, তিনি আরও বলেছেন যে, ক্ষমতাচ্যুত শোষকশ্রেণীর (overthrown exploiter) বিরুদ্ধে বিজয়ী সর্বহারাশ্রেণীর (victorious proletariat) যে শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালিত হয় — তা পূর্বের শ্রেণী সংগ্রামের তুলনায় অনেক বেশী তীব্র, ব্যাপক ও সূক্ষ্মতর হয়। সুতরাং, লেনিনীয় এই শিক্ষাগুলি আমাদের সামনে রয়েছে।

'চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব' প্রবন্ধটিতে আমি বলেছি যে, শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পর যে শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়, সেটা এক অর্থে অনেক বেশী কঠিন। কঠিন এই কারণে যে, শ্রেণীশত্রু তখন সামনে থেকে আক্রমণ করে না, সে আক্রমণ আসে ভেতর থেকে। বলেছিলাম, শত্রু যেখানে জানা, সেখানে এত বিপদ নেই। সেখানে শত্রুকে চিনতে পারা, এবং তার বিরুদ্ধে সরাসরি সংগ্রাম গড়ে তোলা অপেক্ষাকৃত সোজা। কিন্তু, শত্রু যেখানে ভেতরে, নিজেদের মধ্যে অজান্তে ঢোকে, সেখান সংগ্রামটা আরও কঠিন। তার আক্রমণের প্রকৃতিটাই এমন যে, ভেতর থেকে গোটা ব্যবস্থাটাকেই (whole system) ধ্বংস (pollute) করতে চায়। ফলে, এই ধরণের শত্রুকে চেনা, detect (চিহ্নিত) করা এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই করা খুবই কষ্টসাধ্য। তাই লেনিন শুধু একথাই বলেননি যে, নূতন পরিস্থিতিতে শ্রেণী সংগ্রামের রূপ পাল্টায়, তিনি বলেছেন, এই স্তরে শ্রেণী সংগ্রাম উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছায়। সুতরাং বুর্জোয়াশ্রেণীকে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে শিল্প ও সমস্ত সম্পত্তি থেকে তার কব্জাকে সরিয়ে দিলে এবং উৎপাদন যন্ত্রের সামাজিকীকরণ (socialise) করলেই শ্রেণী সংগ্রাম অবলুপ্ত হয়ে যায় না, বা বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিরোধ ক্ষমতা চলে যায় না। সেজন্যই লেনিন বলেছেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের মত একটি পরিস্থিতিতে শ্রেণী সংগ্রামের continuation মাত্র। অর্থাৎ, এই শ্রেণী সংগ্রামটাই socialist transformation, অর্থাৎ **সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের** দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বোঝবার সুবিধার জন্য আমি এই কথাটা যোগ করে দিলাম। আবার সঙ্গে সঙ্গে কেউ বলে বসবেন না যে, মার্কসবাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটি একটি নূতন সংযোজন।" না, এরকমভাবে বলা ঠিক না। লেনিনের কথাটার মানেই তাই। আমি এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলে যেতে চাই। যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি — অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে শ্রেণীসংগ্রামের রূপ কি হবে — এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্ট্যালিন বলেছেন, আমরা সমাজতন্ত্রের বিজয়ে দিকে যত বেশী এগোবো, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সম্পূর্ণ বিজয়ের দিকে আমরা যেমন যেমন অগ্রসর হব, শ্রেণী অবলুপ্তির পথে যেমন যেমন অগ্রগতি ঘটবে — শ্রেণী সংগ্রাম তত বেশী তীব্র, কঠিন ও সূক্ষ্মরূপ ধারণ করবে। স্ট্যালিনের এই বক্তব্যের সমালোচনা করে ক্রুশ্চেভ বলেছিলেন — এটা নাকি স্ট্যালিনের নিষ্ঠুর চরিত্র এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রশ্নের সাথে জড়িত। ক্রুশ্চেভ ক্ষমতায় আসার পর যখন de-Stalinisation এর কর্মসূচী গ্রহণ করলেন, তখন শুধুমাত্র স্ট্যালিনকে ছোট করার (discredit) জন্যই যে এরকম কথা বলেছেন, তা বুঝতে কারো অসুবিধে হবার কথা নয়। ক্রুশ্চেভের এই বক্তব্যকে সেদিনই আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম এবং স্ট্যালিনের বিশ্লেষণকে সঠিক বলে বলেছিলাম।

কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে, যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি আজ একথা স্বীকার করছে যে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরও শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর হয় এবং চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যৌক্তিকতাও যেখানে এই প্রশ্নে দাঁড়িয়ে আছে — সেই চীনের পার্টি সেদিন কিন্তু এ প্রসঙ্গে ক্রুশ্চেভের বক্তব্যকে কার্যতঃ সমর্থন করেছিল। Peoples' Dailyর একটি প্রবন্ধে সেদিন বলা হয়েছিল ঃ

''After the elimination of exploiting classes one should not continue to stress intensification of the class struggle, as was done by Stalin, with the result that the healthy development of socialist democracy was hampered. The Communist Party of Soviet Union is quite right in resolutely correcting Stalin's mistakes in this respect.'' (Once More On the Historical Experience Of The Dictatorship Of The Proletariat) — অর্থাৎ, ''শোষক শ্রেণী উৎখাত হয়ে যাবার পরেও শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রতর করার ব্যাপারে ক্রমবর্দ্ধমান গুরুত্ব আরোপ করা উচিত নয় — যে কাজ স্ট্যালিন করেছিলেন। কেননা, এর ফলে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি এ ব্যাপারে স্ট্যালিনের ভুল সংশোধন করে ঠিকই করেছিলেন।

চীনে এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল, এমন এক সময় যখন মাও সে-তুং চীনের পার্টির সর্বময় কর্তা, কেন্দ্রীয় কমিটির অবিসম্বাদিত নেতা। তবে একথাও ঠিক যে, চীনের পার্টি আজ তার পুরানো ভুল সঠিক ভাবেই শুধরে নিয়েছে। লেনিন স্ট্যালিনের শিক্ষাকেই তাঁরা বাস্তবে প্রয়োগ করেছেন। তাঁরা তাদের ভুল শুধরে নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু আগে যে তাঁরা ভুল করেছিলেন, একথা কেউ স্বীকার (admit) করেননি। আমরা মনে করি, যদি তাঁরা স্বীকার করতে পারতেন সেটা কমিউনিস্ট আচরণ সম্মতই হ'ত, ভালই হ'ত। কিন্তু, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তাতে দেখছি — আমাদের কথা আমি বলছিনা — লেনিন পরবর্তী সময়ে ভুল করে অকপটে ভুল স্বীকার করার রেওয়াজটা প্রায় উঠে গেছে বললেই চলে। তবুও এটা শুভ লক্ষণ যে, চীনের পার্টি তাঁদের ভুল ধরতে পেরেছেন এবং সংশোধনও করেছেন এবং এর গুরুত্বও কম নয়।

মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারা এ যুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বলে নবম কংগ্রেসের রিপোর্টের যে দাবী করা হয়েছে — আপনারা দেখেছেন যে, সেই দাবী তাঁরা শুধু রিপোর্টে করেছেন তাই নয়, এমনকি সংবিধানেও (constitution) সেই মর্মে একটি ধারা (cluse) যোগ করে দেওয়া হয়েছে। সেই ধারাটি কি?

''The Communist Party of China takes Marxism-Leninism-Mao Tse-tung thought as the theoretical basis guiding its thinking. Mao Tse-tung thought is Marxism-Leninism of the era in which imperialism is heading for total collapse and socialism is advancing to world-wide victory'' — অর্থাৎ, ''মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারাকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তার চিন্তাভাবনার তত্ত্বগত ভিত্তি বলে মনে করে। মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারা হচ্ছে এ যুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, যে যুগে সাম্রাজ্যবাদ সম্পূর্ণ ধ্বংসের এবং সমাজতন্ত্র দুনিয়াজোড়া বিজয়লাভের দিকে এগোচ্ছে।''

আমি প্রথমেই বলে নিতে চাই যে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির এই দাবীর সঙ্গে আমরা একমত হতে পারিনি। কারণ, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারা — এভাবে বলা এক জিনিস এবং তার তাৎপর্য্য বুঝতে আমাদের কোনদিনই অসুবিধে হয়নি। কিন্তু, মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারাকে এযুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বলে যেভাবে বলা হয়েছে এবং একই সাথে এই যুগটাকে লেনিন বর্ণিত ''সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের'' যুগ হিসাবে বর্ণনা না করে যেভাবে শোধনবাদী ক্রুশ্চেভের ''era of distintegration of imperialism'' এর অনুরূপভাবে ভাষায় এক নতুন যুগ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, **তাকে আমরা ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বলে মনে করি এবং এই সিদ্ধান্তের সাথে আমরা একমত হতে পারছি না।**

মার্কসবাদের চর্চা ও তার প্রয়োগ করা বলতে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে তাকে আরও বিকশিত, বিশেষীকৃত ও সমৃদ্ধশালী করা বোঝায়

আমরা যখন মার্কসবাদ অনুশীলনের কথা বলি, মার্কসবাদ চর্চা করছি বলে বলি, তখন তা বলতে মার্কসবাদের যে মূলনীতি (fundamentals), অর্থাৎ তার তত্ত্ব ও যে নীতিগুলো মার্কসবাদের ভাবনাধারণা বা concept এর মধ্যেই রয়ে গেছে — সেগুলোকেই প্রতিনিয়ত প্রয়োগ (apply) করা, আরও বিকশিত (elaborate) করা, বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষীকৃত (concretise) করা এবং to that extent সমৃদ্ধশালী (enrich) করা বোঝায়। অর্থাৎ, মার্কসবাদকে প্রতিনিয়ত প্রয়োগ না করলে, বিকশিত না করলে বিশেষীকৃত না করলে এবং ততটুকু পরিমানে উন্নীত না করলে, মার্কসবাদের সঠিক উপলব্ধি অসম্ভব। সুতরাং, যে মানুষ মার্কসবাদকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করবে, যেহেতু সে একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে, বিশেষ দ্বন্দ্বের মধ্যে মার্কসবাদকে প্রয়োগ (apply) করছে, সেহেতু প্রয়োগ করতে গিয়ে সে মার্কসবাদকে কিছুটা develop করতে, অর্থাৎ মার্কসবাদের

কিছুটা উন্নতি ঘটাতেও সাহায্য করবে। আমরা তাই প্রথম থেকেই বলে আসছি যে, মার্কসবাদকে কিছুটা develop না করে মার্কসবাদের সঠিক উপলব্ধি সম্ভব নয়। একথার দ্বারা আমরা এটাই বোঝাতে চেয়েছি যে নকল করে, copy করে, মুখস্থ করে কেউ মার্কসবাদ উপলব্ধি করতে পারেন না। সেদিক থেকে বিচার করলে একথা বলতেই হবে যে, চীন দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে, চীন বিপ্লবের সময় বিভিন্ন শাখায় (branch) — রাজনৈতিক (political), সাংস্কৃতিক (cultural), সমর বিজ্ঞান (military science) এবং তত্ত্বগত ক্ষেত্রে (theoretical plane) — মার্কসবাদকে প্রয়োগ করতে গিয়ে মাও সে-তুং মার্কসবাদকে কিছুটা বিকশিত করেছেন, বিশেষীকৃত করেছেন এবং সেই অর্থে তিনি মার্কসবাদকে সমৃদ্ধশালী বা উন্নত করেছেন। আমাদের পার্টি এই কারণেই মাও সে-তুংকে একজন leading Marxist authority, অর্থাৎ, মার্কসবাদের একজন অগ্রণী অথরিটি বলে মনে করে। কিন্তু, আমরা যদি বলি, মাও সে-তুং-এর মতবাদ এ যুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, যেটা আসলে 'মাওবাদ' বলারই নামান্তর, তাহলে আমরা ভুল করে বসব। কারণ, লেনিনের চিন্তাধারাকে আমরা এজন্য লেনিনবাদ বলি না, যেহেতু তিনি মার্কসবাদকে প্রয়োগ করে সর্বপ্রথম বিপ্লব সফল করেছেন;অথবা, যে বিশেষ পরিস্থিতিতে তিনি মার্কসবাদকে প্রয়োগ করেছেন, সেই পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি মার্কসবাদকে কিছুটা বিকশিত করেছেন, সমৃদ্ধশালী করেছেন বা বিশেষীকৃত করেছেন। লেনিনের চিন্তাকে এজন্যই লেনিনবাদ বলা হয়, যেহেতু মার্কসবাদের জ্ঞানভাণ্ডারে, Marxist fundamentals-এ — দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই — তিনি এমন কিছু নূতন thesis এনেছেন — যেটা শুধুমাত্র elaboration নয়, যেগুলো নূতন সংযোজন; অর্থাৎ, যে ভাবনাধারণাগুলো মার্কসবাদের উপলব্ধির মধ্যে, তার concept-এর মধ্যেই এর আগে ছিল না। অর্থাৎ, মার্কস এঙ্গেল্‌সের পরবর্তী অধ্যায়ে, "সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে" পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে যেগুলি লেনিনকে ennunciate করতে হয়েছে।

সুতরাং, মাও সে-তুং-এর মতবাদকে এ যুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বলতে হলে স্পষ্ট করে দেখাতে হবে, এক দুই তিন চার করে দেখাতে হবে, কোন্ কোন্ তত্ত্ব মাও সে-তুং মার্কসবাদের জ্ঞানভাণ্ডারে, Marxist fundamentals-এ নূতন সংযোজন করে গেছেন, যে ভাবনাধারণাগুলো ইতিপূর্বে মার্কসবাদের উপলব্ধির মধ্যে ছিল না। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এটা পরিষ্কার করে দেখাবার আগে পর্যন্ত মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারাকে এ যুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বলা চলে না বলে আমরা মনে করি না। লিন পিয়াও'র রিপোর্টেও এরকম নূতন সংযোজন কিছু তাঁরা দেখান নি। এরকম একটি উদাহরণও কেউ দেখাতে পারবেন না। এমনকি, চীন দেশের যে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব — সেই বিপ্লবের মূল ব্যাখ্যা প্রথম করেছেন স্ট্যালিন। নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মাও সে-তুংকে বার বার স্ট্যালিনের বক্তব্যকে উল্লেখ করতে হয়েছে। কিন্তু, মাও সে-তুং যেটা করেছিলেন, সেটা হচ্ছে, এই তত্ত্বটিকে অত্যন্ত সহজ ভাষায়, অত্যন্ত সুন্দরভাবে, বাস্তব ও কার্য্যকরীভাবে, তাঁর নিজের মত করে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর কৃতিত্ব এইখানেই।

'মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারা এ যুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ' এইভাবে বলা ভুল

এছাড়া, কোন প্রমাণ ছাড়াই মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারাকে যেভাবে এ যুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বলে তারা তুলে ধরেছেন, তা থেকে দুধরণের ক্ষতি আমাদের নজরে পড়েছে।

প্রথমতঃ, এর ফলে "মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারা এ যুগের মার্কসবাদ" এই দাবীটা একটা অবাস্তব এবং wild claim-এ পর্যবসিত হ'ল — যার ফলে দুনিয়ার কমিউনিস্টদের সামনে একজন অগ্রণী মার্কসবাদী 'অথরিটি' হিসেবে মাও সে-তুংকে কার্যত কিছুটা ছোট করতে সাহায্য করা হ'ল। দ্বিতীয়ত, নিজেরে বক্তব্যকে সঠিক বলে প্রমাণ করার অতি আগ্রহে বিভিন্ন Marxist authority'র বক্তব্যকে প্রসঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন (out of context) করে "কোট" করার যে বদ অভ্যাস আন্তর্জাতিক ও আমাদের দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে রয়ে গেছে, তার সুযোগকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। এখন, মাও সে-তুং থেকে "কোট" করে চারুবাবু বলবেন — এটাও মাও-এর চিন্তাধারা! আবার, তার বিরুদ্ধে নাগী রেড্ডী আর একটা "কোটেশন" দিয়ে দেখাবেন — ওটা নায়, এটাই হচ্ছে Mao's thought। আবার, সি পি এম যদি দেখে যে, "মাও-এর চিন্তাধারা" না আওড়ালে তাদের দল রাখা যায় না — তখন তারাও আবার Mao's thought বলে আর এক প্রস্ত 'কোটেশন' দেবেন। এরকম জিনিস আকছার ঘটবে এই কারণে যে, মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারা বলতে তাঁরা কি বোঝেন, রিপোর্টে সেগুলো খুব স্পষ্ট করে রাখেন নি।

নবম কংগ্রেসে মাও সে-তুং-এর উদ্বোধনী ভাষণ প্রচার করা হল না কেন?

অথচ, নবম কংগ্রেসের উদ্দেশ্য কি ছিল? "মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারা এযুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ" — এই তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা করাই ছিল নবম কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে তাঁরা কতটা সফল হয়েছেন, সেটা একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রশ্ন। কিন্তু, একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন যে, এই রিপোর্টে চীনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বা অন্যকোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই স্থান পায়নি। ফলে, এটাকে একটা "রিপোর্টারী" ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে, যে মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারাকে এযুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য, সেই মাও সে-তুং স্বয়ং সম্মেলনে উপস্থিত থেকে যে উদ্বোধনী ভাষণ (inaugural speech) দিয়েছেন, মাও সে-তুং-এর সেই বক্তৃতার কপি আজও পর্য্যন্ত আমর পাই নি এবং সেটা ছাপানোও হয়নি। অথচ, লিন পিয়াও'র রিপোর্টটি সারা দুনিয়ায় circulate (প্রচার) করা হ'ল। এটা কীরকম তাজ্জব ব্যাপার? It shocked me very much — আমরা এটা নিয়ে খুব ভেবেছি। এ ব্যাপারে দু'ধরণের সম্ভাবনার কথা আমার মনে হয়েছে।

প্রথমত, এরকম হতে পারে যে, মাও extempore বলেছেন — বলবার সময় সমস্ত বিষয়গুলো খুব গুছিয়ে নাও আসতে পারে। বয়স হয়েছে, ফলে বলাটা কিছুটা ছাড়া ছাড়া হতে পারে, সেটা edit (সম্পাদনা) করে বের করতে সময় লাগতে পারে। এরকম সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

চীনের পরিস্থিতিতে যারা মাও-এর বিরুদ্ধে এমন কি ষড়যন্ত্র করতেও চাইবে তাদেরও মাও-এর প্রশস্তি গেয়েই তা করতে হবে

এখানে আর একটা সম্ভাবনাও থাকতে পারে। আমরা সকলেই জানি যে, শুধু রুশদেশের জনসাধারণই নয় — গোটা দুনিয়ার শোষিত মানুষ লেনিনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে এসেছেন। দুনিয়ার মানুষের সামনে তিনি আজও অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র সন্দেহ নেই। স্ট্যালিনের ক্ষেত্রে দেখেছি যে, সারা দুনিয়ার কমিউনিস্টদের অনেকে তাঁকে নিতে পেরেছেন, আবার অনেকেই পারেননি। কিন্তু মাও সে-তুং-এর ব্যাপারটা অন্যরকম। বাইরের দুনিয়ায় যাই হোক্ না কেন — নিজের দেশের জনগণের কাছে তিনি যে শ্রদ্ধা পেয়েছেন — তাতে তিনি এমনকি লেনিন-স্ট্যালিনকেও ছাড়িয়ে গেছেন। আমি যখন একবার চীনে গিয়েছিলাম, তখন এটা আমি বিশেষভাবে feel (অনুভব) করে এসেছি। আমার তাই মনে হয়েছে যে, এরকম একটা পরিস্থিতিতে কোন নেতা বা group যদি মাও-এর বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র করতে চায়, সেই কাজ তারা মাও-কে প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা করে করতে পারবে না; মাও-এর নাম নিয়ে "মাও-মাও" জপ করতে করতেই করতে হবে। চীনের বাস্তব পরিস্থিতিটা আজও অনেকটা এইরকম যে, যারা আসলে মাও-কে মেরে ফেলতে চায়, crush করতে চায়, তাদেরও প্রকাশ্যে এই কথাই বলতে হবে যে, তারা কত বড় মাও সে-তুং-এর অনুগামী এবং মাও-এর চিন্তা নিয়ে না চললে দেশের ও পার্টির কতবড় ক্ষতি হয়ে যাবে। তাই, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে মাও-এর প্রশস্তি তাদের গাইতেই হবে। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। সুতরাং, কোন মানুষ মাও-এর প্রশংসা করছেন দেখে যদি কেউ মনে করেন যে, এই মানুষটি কিছুতেই মাও সে-তুং-এর বিরুদ্ধে যেতে পারেন না, তাহলে তিনি ভুল করে বসতে পারেন।

সম্মেলনে উপস্থিত থেকেও মাও সে-তুং কার্যত লিন পিয়াও চক্রের হাতে বন্দী ছিলেন — এমন সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না

তাহলে মাও কে project করার জন্যই এই সম্মেলন, বাইরে থেকে এরকম মনে হলেও বাস্তব ঘটনা এমন হতে পারে যে, যারা সম্মেলনের নেতৃত্বে রয়েছেন, বিশেষ করে লিন পিয়াও চক্রের হাতে মাও সে-তুং কার্যত বন্দী (virtually arrested) হয়ে রয়েছেন — তাঁর কিছু করবার কোন ক্ষমতাই নেই। বন্দী বা arrested বলতে আমি এটা বলছিনা যে, তাঁকে জেলে পুরে রেখে দেওয়া হয়েছে — তা নয়। আমি বলতে চাইছি যে, মাও-এর নাম করতে করতেই লিন পিয়াও চক্র, পার্টি ও রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত্ব করে বসে আছে। সম্মেলনে উপস্থিত থাকা সত্বেও সাময়িকভাবে হলেও মাও তাঁর নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্ব হারিয়েছেন — এরকম একটা সম্ভাবনার কথা আমি কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারি না। Probability যদি science হয়, যা নিয়ে আমার

মনে কোন সংশয় নেই — তাহলে আমি সেই science of probabilityকে apply করে কিছুতেই এই সম্ভাবনাকে exclude করতে পারছিনা। নাহলে কি যুক্তি থাকতে পারে যে, লিন পিয়াও'র রিপোর্ট গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল, অথচ যে মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারাকে তারা "এ যুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ" বলে ঢাক পেটাচ্ছেন, সেই মাও নিজে সম্মেলনে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এবং উদ্বোধনী বক্তৃতা দেওয়া সত্ত্বেও সেটা আজও ছাপানো হ'ল না এবং দুনিয়ার সামনে উপস্থিত করা হ'ল না। এর কি যুক্তি থাকতে পারে? এই ঘটনাটা আমার mindকে (মনকে) ভীষণভাবে (বিচলিত) agitate করছে।

তাছাড়া, এই সম্ভাবনাকে যদি বাদ দিই, তাহলে এমন কতকগুলো প্রশ্ন দেখা দিতে বাধ্য, যেটা আমাদের পক্ষে মেনে নেওয়া খুবই কষ্টকর। অর্থাৎ, নবম কংগ্রেসের গোটা রিপোর্টে চূড়ান্ত তত্ত্বগত অসঙ্গতি, ভ্রান্ত তত্ত্বগত অভিব্যক্তি থেকে শুরু করে যে ধরণের wild claim করা হয়েছে, এমনকি চাটুকারবৃত্তি স্থান পেয়েছে — এসব কিছুই মাও সে-তুং নিজে স্বেচ্ছায় অনুমোদন (approve) করেছেন, আপত্তি করেননি, এটা আমরা কোনমতেই মানতে পারছি না। এসব কিছুরই জন্যই আমি আলোচনার গোড়াতে বলেছিলাম যে, মাও সে-তুং এই রিপোর্টটিকে অনুমোদন করেছেন কিনা, এ সম্পর্কেই আমার সন্দেহ আছে।

আমার মনে যে প্রশ্নগুলো দেখা দিয়েছে, যেসব সম্ভাবনার কথা মনে হয়েছে, সম্ভাব্য যুক্তির আধারকে ভিত্তি করেই আমি সেগুলো আপনাদের সামনে রাখলাম। রাখলাম শুধুমাত্র পার্টি কমরেডদের education-এর জন্য, নিজেদের মধ্যে আলোচনার জন্য — বাইরে প্রকাশ করা বা publicly বলার জন্য নয়। অর্থাৎ, আমার এই আলোচনাটা একান্তভাবে পার্টি কমরেডদের নিজেদের জন্যই আমি করছি। আমরা কোনমতেই এই বক্তৃতা ছাপিয়ে বিলি করতে পারিনা — অন্ততঃ এই মুহূর্তে পারিনা। কেন পারিনা, সেটা বলছি। মনে রাখতে হবে যে, এটা আমার একটা আশঙ্কা মাত্র, কিন্তু আমাদের হাতে কোন প্রমাণ নেই। কোন প্রমাণ ছাড়া এরকম একটা পার্টি সম্পর্কে, ত্রুটিবিচ্যুতি যাই থাক না কেন, যে পার্টিকে আজও আমরা আন্তর্জাতিক বিপ্লবের সামনে একমাত্র আশা, অনুপ্রেরণার একমাত্র উৎস হিসাবে মনে করি — সেখানে প্রমাণ ছাড়া সেইরকম পার্টি সম্পর্কে এমন কিছু বলতে পারি কি, যার দ্বারা ঐ পার্টির ভাবমূর্তি ম্লান হতে পারে? বিপ্লবী হিসাবে, কমিউনিস্ট হিসাবে তেমন কোনও কাজ আমরা করতে পারি কি? তাহলে আমরা শুধু communist code of conduct-কেই violate করবো তাই নয়, চূড়ান্ত দায়িত্বহীনতারও পরিচয় দেব এবং এ ধরণের আচরণকে আমরা কমিউনিস্ট এথিকস্-এর বিরোধী বলেই মনে করি।

সাধারণ নিয়ম ও বিশেষ নিয়ম

লিন পিয়াও'র রিপোর্টে একটি মাত্র জায়গায় নূতন তত্ত্ব দেবার চেষ্টা হয়েছে, আর সেই কথাটাই ভুল। অন্যান্য সব কথাগুলোই পুরানো, অন্যের কথা একটু ব্যাখ্যা করে বলা। নূতন যেটা বলা হয়েছে, সেটা অত্যন্ত ভুলভাবে এসেছে বলে আমি মনে করি; কিছুদিন আগে মাও সে-তুং-এর একটা বইয়ে দেখেছিলাম, তিনি বলেছেন — ''Law of unity of opposite is the basic law of materialist dialectics''। এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করার আগে প্রথমেই আমি একটা কথা বলতে চাই। আমি দেখেছি মাও সে-তুং-এর প্রতিভার একটি অদ্ভুত সুন্দর দিক। তিনি এমন একটি art আয়ত্ত করেছিলেন যে, জানা কথা — মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন বা স্ট্যালিনের কথা —সুন্দরভাবে একটু এদিক-ওদিক করে metamorphosis করে, অর্থাৎ একটু ঘুরিয়ে বলেন। এইভাবে বলার ফলে বলাটা কখনও কখনও খুব কার্য্যকরী হয়, deadly হয় — তাঁর নিজের দেশের লোকের কাছে তো বটেই, এমনকি অন্য দেশের লোকেরও বুঝতে খুব সুবিধে হয়। তবে তত্ত্বগত বিষয়গুলো এইভাবে বলার ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকা দরকার, যাতে তত্ত্বগত যে precise understanding, সেটা যেন বলবার ঝোঁকে, রস করবার ঝোঁকে বা কাব্যের চাপে মার না খায়। কারণ, দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা সকলেই জানি যে, বলবার সময় একটু emphasis এদিক-ওদিক হয়ে গেলে, কোথাও জোর কম বা কোথাও জোর বেশী দেবার উপর মূল বক্তব্যের অনেক হেরফের হয়ে যায়। অন্যদের ক্ষেত্রে যেখানে 'পান থেকে চুন খসলে' প্রতিটি শব্দের চুলচেরা বিচার করে দেখান হচ্ছে তারা কতবড় শোধনবাদী এবং তা নিয়ে এত হৈচৈ করা হচ্ছে — সেখানে নিজেদের বলবার ক্ষেত্রে এইসব বিষয়গুলোকে ছোট বা হালকা করে দেখা চলে না।

এখন, যে কথাটা আলোচনা করছিলাম, সেটা হল, unity of opposite-এর নীতিকে basic law of dialectics বলা চলে কিনা। সাধারণভাবে বললে বলতে হয় যে, principle কথাটাকে এভাবে basic law বলাটা

ঠিক নয়। কেননা, অনেক সময় সঠিক উপলব্ধি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এতে অসুবিধের সৃষ্টি হয়। তবে, আমার কথা যদি বলেন, আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির কথা যদি বলেন, আমরা এইভাবে বলায় খুব একটা আপত্তির কারণ খুঁজে পাইনি। আমাদের মনে হয়েছে যে, বিষয়টা ঠিকভাবে বুঝলে এর মধ্যে আপত্তি করার কিছু নেই। আমি জানি, আমরা যখন law (নিয়ম) কথাটা বলি — তখন তার দ্বারা একটা বিশেষ নিয়মকেই, particular lawকেই বুঝিয়ে থাকি। কিন্তু, law বলতে যদি কেউ general law বা সাধারণ নিয়মকেই বোঝাতে চান — তখন সেটা principleকেই (মূলনীতি) বুঝিয়ে থাকে। এই বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া law মানেই হচ্ছে particular law — যা appear করে, disappear করে, which comes into being and goes out of being — অর্থাৎ, এক একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে সেই বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী যেমন এক একটি বিশেষ নিয়মের আবির্ভাব ঘটে, তেমনই বিকাশের পথ বেয়ে যখন সম্পূর্ণ নূতন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তখন আর পুরানো নিয়মটা নূতন পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেনা, সেটা invalid হয়ে যায়, অকার্যকরী হয়ে যায় এবং সেই নূতন পরিস্থিতি অনুযায়ী সম্পূর্ণ নূতন একটা নিয়ম তখন সেই নূতন পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রিত করে।

এ সম্পর্কে স্ট্যালিনের অনেক লেখা আছে আপনারা জানেন। আমাদের বোঝা দরকার, কোন lawকেই, কোন নিয়মকেই সৃষ্টি করা যায়না তাকে ধ্বংস করা যায়না। আমাদের যা করতে হয়, সেটা হচ্ছে lawকে বোঝা, তার সঠিক চরিত্র নির্ণয় করা এবং কীভাবে তাকে সমাজপ্রগতিতে কাজে লাগানো যায় — সেই চেষ্টা করা। কিন্তু, মাও সে-তুং যখন basic law of dialectics বলেছেন, আমি আগেই বলেছি, উনি particular law-র অর্থে বলেননি, general law বা সাধারণ নিয়মের অর্থেই বলেছেন — অন্ততঃ আমরা বিষটাকে এভাবেই বুঝেছি এবং তাতে আপত্তি করার কোন কারণ দেখিনি।

আবার দেখুন, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের যে তিনটি মূল নীতি বা three principles — সেগুলো কি কি? আমরা সকলেই জানি, সেই three principles হচ্ছে ঃ

(a) From quantitative changes to qualitative changes and vice-versa,
(b) Unity of opposite, and
(c) Negation of negation

সংগ্রাম মানেই শুধু বিরোধাত্মক শক্তির সংগ্রাম নয়, মিলনাত্মক শক্তির মধ্যে সংগ্রামও, সংগ্রামের একটি বিশেষ রূপ

এই তিনটি নীতিকে একসঙ্গে মিলিয়েই আমাদের বুঝতে হবে। এদের একটার সঙ্গে আর একটার ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে — কোনটাতেই বিচ্ছিন্ন করে বোঝা চলে না। কিন্তু, তবু যদি কেউ দ্বন্দ্বতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে — যেহেতু পরস্পরবিরোধী শক্তির দ্বন্দ্বই হচ্ছে পরিবর্তনের প্রাণ এবং কেন্দ্রবিন্দু, সেহেতু এটাকে বিশেষভাবে জোর দিতে গিয়ে unity of opposite-এর principleকে একটু আলাদা করে দেখাতে চান এবং বলেন, দুটো পরস্পরবিরোধী শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের নীতিটিই প্রধান — এটাই হচ্ছে base concept (যদিও আমি মনে করি বাকী দুটো principle ও তখনও তার মধ্যে কাজ করে) — তাহলেও আমি অতটা আপত্তির কিছু দেখিনা। কিন্তু, বিপত্তি ঘটলো অন্য জায়গায়। লিন পিয়াও, মাও সে-তুং-এর এই কোটেশনটি উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে বলে বসলেন, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির মধ্যে যে inner party struggle, অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম, সেটাও নাকি unity of opposite-এর basic law দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (governed)। মাও-এর যে কোটেশনটি তিনি এই প্রসঙ্গে দিয়েছেন, সেটা হ'ল — ''The law of contradiction in things, that is, the law of unity of opposites, is the basic law of materialist dialectics'' — অর্থাৎ, ''বস্তুর মধ্যে পরস্পরবিরোধী শক্তির যে দ্বন্দ্ব, যাকে বিরোধী শক্তি ঐক্যের নীতি বলা হয়, সেটাই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূল নীতি।''

মাও সে-তুং-এর এই কোটেশনের পরের লাইনেই লিন পিয়াও বলেছেন ঃ ''Opposition and struggle between the two-lines within the party are a reflection inside the party of contradiction between classes and between the new and the old society. If there were no contradiction in the party and no struggle of resolve them, and if the party did not get rid of the stale and take in the fresh, the party's life would come to an end'' — অর্থাৎ, ''পার্টির মধ্যে দুই লাইনের সংগ্রাম হচ্ছে পুরানো সমাজব্যবস্থার সঙ্গে নূতন সমাজব্যবস্থার দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ, শ্রেণী দ্বন্দ্বেরই প্রতিফলন। পার্টির অভ্যন্তরে যদি কোন দ্বন্দ্ব না থাকতো এবং সেই দ্বন্দ্বগুলোর সমাধান করার সংগ্রাম না থাকতো এবং পার্টি যদি পচা-গলা জিনিস

পরিত্যাগ করে নূতন জিনিস গ্রহণ করতে না পারতো, সেটা হ'ত পার্টির মৃত্যুর সামিল।"

অর্থাৎ, লিন পিয়াও'র মতে যেহেতু unity of oppositeটা হচ্ছে basic law of dialectics, সেহেতু পার্টির আভ্যন্তরীণ সংগ্রামের ক্ষেত্রেও সেটা কাজ করতে বাধ্য। আমি মনে করি, এভাবে বুঝলে ভুল বোঝা হবে। আমরা মনে করি, পার্টির মধ্যে যে সংগ্রাম, সেটা কখনও কখনও দুটো পরস্পরবিরোধী লাইনের সংগ্রাম হতে পারে। কিন্তু, তার মানে এই নয় যে, পার্টির ভেতরকার সব সংগ্রামই হচ্ছে দুটো লাইনের সংগ্রাম। কেননা, প্রথমে মনে রাখতে হবে যে, সংগ্রাম মানেই শুধু বিরোধাত্মক শক্তির (antagonistic forces) মধ্যে সংগ্রাম নয়, মিলনাত্মক শক্তির (non-antagonistic forces) মধ্যে সংগ্রামও সংগ্রামের একটি বিশেষ রূপ।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা জানি যে, দুটো বিরোধীশ্রেণীর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সমাজের মূল দ্বন্দ্ব (principal contradiction) হিসাবে কাজ করে, সেই দ্বন্দ্বের রূপ হচ্ছে বিরোধাত্মক (antagonistic contradiction)। মার্কসবাদের শিক্ষা থেকে এটাই আমরা পেয়েছি যে, এই দ্বন্দ্বের উদ্দেশ্য হচ্ছে — একে অপরকে উচ্ছেদ করা। এই দ্বন্দ্বকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে অপরকে উচ্ছেদ করার মধ্য দিয়েই একে সমাধান (resolve) করতে হয়। অর্থাৎ, যেমন পুঁজিবাদী সমাজে যতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিপতিশ্রেণীকে উচ্ছেদ করার মত উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করতে না পারছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত একে অপরকে চূড়ান্ত লড়াই-এর মারফৎ উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই, unity of opposite-এর নীতি মেনেই, এই দ্বন্দ্বকে পরিচালনা করতে হবে।

পার্টির আভ্যন্তরীণ সংগ্রামের উদ্দেশ্য হচ্ছে — পার্টির মধ্যে ঐক্যকেই সুদৃঢ় করা, আরও পাকাপোক্ত করা

কিন্তু, পার্টির অভ্যন্তরে যে সংগ্রাম — তার চরিত্রটা কি এই ধরণের? সেখানে পরিস্থিতিটা কি? সেখানে তো আমরা এভাবেই বুঝি যে, নেতা থেকে কর্মী পর্যন্ত সকলেই একই শ্রেণীদর্শন (class philosophy), একই মূলনীতি (fundamentals) এবং একই class methodological approachকে (শ্রেণীর বিচারধারা) গ্রহণ করেই পার্টির মধ্যে কাজ করতে থাকে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও এরকম ঘটা খুবই স্বাভাবিক যে, এগুলোর উপলব্ধি নিয়ে — অর্থাৎ এই বিষয়গুলোকে কে কেমন বুঝলেন, সেইসব বিষয় নিয়ে পার্থক্য ঘটতে পারে। আর, তাকে ভিত্তি করেই যে সংগ্রাম, যেটা প্রতিনিয়ত পার্টির অভ্যন্তরে চলতে থাকে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে — আমরা সকলে মিলে যে পার্টিটা গড়ে তুলেছি, তার ঐক্যকেই সুদৃঢ় করা, আরও পাকাপোক্ত (cement) করা। আপনার আমার মধ্যে মূলনীতিতে ঐক্য আছে বলে, common fundamental আছে বলে, দৈনন্দিন এই সংগ্রামগুলোকে আমরা ঐক্যমুখী করে তুলতে পারি। তাই মূল আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গী, দৈনন্দিন কর্মসূচীকে নিয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পার্থক্য, বিষয়গুলোকে বোঝবার পার্থক্যের জন্য যে দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে পার্টির অভ্যন্তরে সংগ্রাম চলতে থাকে এবং তীব্র আদর্শকত সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে তাকে সমাধান (resolve) করে পার্টির ঐক্যকে সুদৃঢ় করার রাস্তাও এটাই। Inner party struggle সম্পর্কে মাও সে-তুং-এর অনেক লেখা আছে এবং তিনি সেইসব লেখায় বিষয়টাকে এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু, লিন-পিয়াও'র এই বক্তব্যের সঙ্গে মাও সে-তুং-এর বক্তব্যের কোন মিলই খুঁজে পাওয়া যায় না। সত্যি কথা বলতে কি লিন পিয়াও যেভাবে unity of oppositeকে basic law হিসাবে উল্লেখ করে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিটাও এই unity of opposite-এর basic law নিয়ে চলে বলে কথাটাকে যেভাবে বলেছেন, তাতে বিষয় পরিষ্কার হবার পরিবর্তে বিভ্রান্তি বাড়াতেই সাহায্য করেছে। বাস্তবিকপক্ষে, দলের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্বের চরিত্র কি, সে সম্পর্কে লিন পিয়াও কোন সঠিক ধারণারই পরিচয় দিতে পারেন নি। তাঁর কথা থেকে দাঁড়ায় যে, পার্টির মধ্যে যখনই কোন বিষয় নিয়ে পার্থক্য দেখা দেবে, দ্বন্দ্ব দেখা দেবে, তখন সেই দ্বন্দ্ব মানেই হচ্ছে দুটো বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব, দুই লাইনের দ্বন্দ্ব; অর্থাৎ, সঙ্গে সঙ্গে এটা দাঁড়িয়ে যাবে, সেটা বুর্জোয়া হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে প্রোলেটারিয়ান হেডকোয়ার্টারের দ্বন্দ্ব! সুতরাং, দলের মধ্যে যে কোন বিরোধ নিয়ে যে আলোচনাই হবে — সেটা হবে দুটো দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, দুই লাইনের ভিত্তিতে দ্বন্দ্ব। এরকমভাবে ভাবলে দলের মধ্যে প্রতিনিয়ত একটা তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাবে। এইভাবে বললে দাঁড়ায় যে, সমাজের পরস্পরবিরোধী যে দুই শ্রেণী, সেই শ্রেণীদ্বন্দ্বকে ভিত্তি করে পার্টির মধ্যে যদি প্রতি মুহূর্তে এই সংগ্রাম চালু না থাকে — তাহলে সেটা আর কমিউনিস্ট পার্টি থাকে না। অর্থাৎ, বিষয়টা এরকম দাঁড়িয়ে যায় যে, দুটো শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী, দুটো শ্রেণীস্বার্থ, দুটো ভিন্ন শ্রেণী উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে এই সংগ্রাম চিরকালই পার্টির মধ্যে ঘটতে থাকবে। আর, এই দুই লাইনের সংগ্রাম থাকলেই তবে পার্টির মধ্যে সংগ্রাম আছে, এরকম মনে করতে হবে এবং এই সংগ্রাম মানেই হচ্ছে দুই লাইনের সংগ্রাম, দুটো পরস্পরবিরোধী শক্তির (fundamentally opposite forces) সংগ্রাম। আসলে, এখানে শ্রেণী (class) এবং

পার্টিকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে, confuse করা হয়েছে। নতুবা, যদি তর্কের খাতিরে আমরা ধরেও নিই যে, পার্টির মধ্যে সবসময় দুই লাইনের সংগ্রাম আছে এবং থাকবে — একটা বুর্জোয়া লাইন, আর একটা প্রোলেটারিয়ান লাইন — তাহলে আমাদের মানতে হবে যে, এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য হচ্ছে একে অপরকে ধ্বংস করা, একে অপরকে উচ্ছেদ করা। আর, সেক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর সেই পার্টিকে আর সর্বহারার অগ্রগামী বাহিনী (vanguard detachment of the proletariat) বলা চলেনা। বলতে হবে, পার্টিটা হচ্ছে একই সঙ্গে বুর্জোয়া ও সর্বহারাশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী। তখন প্রশ্নটা দাঁড়িয়ে যাবে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্বে কে জয়লাভ করবে। (who will win that becomes the question)? পরিস্থিতি যদি সত্যি এরকম দাঁড়ায়, সেক্ষেত্রে তো সংগ্রামটা হয়ে পড়বে — নতুন করে একটি সাচ্চা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রাম। স্বাভাবিকভাবেই তখন এই দ্বন্দ্বটি inner party struggle-এর নীতির দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না। সুতরাং বিষয়টা এইভাবে বলাটাকে আমি সঠিক বলে মনে করিনা।

শুধু পার্টির অভ্যন্তরে সংগ্রাম আছে বললেই একটি পার্টি প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি হয়ে যায় না

পুরানো কমরেডদের নিশ্চয়ই আজও মনে আছে যে, লিউ শাও চি'র inner party struggle-এর ওপর যে বইটা লেখা আছে — সেটা চীনের পার্টি নেতৃত্বের অনুমোদনের ভিত্তিতেই প্রকাশিত হয়েছে — সেই বইটা সম্পর্কে সেদিনই আমাদের পার্টির ঘরোয়া আলোচনায় একটা সমালোচনা তুলে ধরা হয়েছিল। আমি বলেছিলাম যে, শ্রমিকশ্রেণীর দলের নাম নিয়ে চলছে এরকম একটি পার্টির ক্ষেত্রে প্রথমেই দেখাতে হবে, সেই পার্টিটা যথার্থই শ্রমিকশ্রেণীর দল কিনা। — ইতিহাস, যুক্তিবিজ্ঞান, পার্টির গঠন পদ্ধতি, নেতৃত্বের চরিত্র, যে বিশেষ দেশে সে লড়াই করছে, সেই দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে বিপ্লবের কোন্ রণনীতি ও রণকৌশল নিয়ে সে দল চলছে — এই সবকিছু আলোচনা করে প্রথমেই দেখাতে হবে যে, পার্টিটি প্রকৃতই শ্রমিকশ্রেণীর দল কি না। এটা প্রমাণ করার পরই পার্টির আভ্যন্তরীণ সংগ্রামের উদ্দেশ্য কি, সেই প্রশ্নটি আসবে। একমাত্র তখনই বলা যেতে পারে, এই যে পার্টিটা, এর আভন্তরীণ সংগ্রামের উদ্দেশ্য ইচ্ছ ঐক্যকে সুদৃঢ় করা, পার্টিকে শক্তিশালী করা। কিন্তু, প্রথম কাজটি না করে — অর্থাৎ, পার্টিটা যথার্থই সর্বহারাশ্রেণীর দল কিনা, সেটা প্রমাণ না করে শুধু যদি বলা হয় যে, যেহেতু পার্টিটা নামে কমিউনিস্ট, সেহেতু পার্টির অভ্যন্তরের সংগ্রামের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐক্যে পৌঁছান, তাহলে তার দ্বারা বিপত্তি সৃষ্টি হতে বাধ্য। এই তত্ত্বের সুযোগ নিয়ে দেশে দেশে নামধারী কমিউনিস্ট পার্টিগুলো — অর্থাৎ, যারা নামে কমিউনিস্ট, কিন্তু চরিত্রে অ-কমিউনিস্ট — সেইসব পার্টিগুলোর নেতৃত্ব বলবে যে, তাদের অভ্যন্তরেও সংগ্রাম আছে এবং তার উদ্দেশ্যও ঐক্যে পৌঁছান। সুতরাং এই তত্ত্বটিকে তারা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধেই কাজে লাগাবার সুযোগ পাবে। তাই আমি বলছিলাম, লিউ শাও চি-র বক্তব্য, সাধারণ অর্থে সঠিক হলেও, এটা একদেশ দর্শিতার দোষে দুষ্ট। আমি ''Communist Party of India X'-rayed'' [১৯৫৪ সালে প্রকাশিত। ১৯৫২ সালে প্রথম বাংলাতে ছাপা হয়েছিল।] এই বইটাতেও এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি।

কোন বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব একটা ভিন্ন পরিস্থিতিতে মিলনাত্মক দ্বন্দ্বের রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে

আমি এই প্রসঙ্গে দ্বন্দ্ব তত্ত্বের (contradiction theory) দু-একটি দিক (aspect) নিয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই। আমি মনে করি এবং মার্কসবাদী মাত্রেই মনে করেন যে, কোন ঘটনা, কোন বিষয় ভাল করে বুঝতে হলে তার মধ্যেকার দ্বন্দ্বের রূপটি কি — শুধু সাধারণ দ্বন্দ্বই (general aspect of contradiction) নয়, যে বিশেষ দ্বন্দ্ব (particular contradiction), যে বিশেষ জটিলতা নিয়ে সে অবস্থান করে — তার সবগুলোকেই খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বোঝা দরকার। কখন কোন্ পরিস্থিতিতে কোন্ দ্বন্দ্ব কি রূপ নিতে পারে — সেসব আমাদের বোঝা দরকার। এইভাবে যদি বিচার করি, তাহলেই আমরা দেখতে পাব যে, একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে, একটি বিশেষ পটভূমিকায় যে দ্বন্দ্ব বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের (antagonistic contradiction) রূপ নিয়ে অবস্থান করছে, একটা ভিন্ন পরিস্থিতিতে সেটা মিলনাত্মক দ্বন্দ্বের (non-antagonistic contradiction) রূপ নিয়ে আবির্ভূত হতে পারে। দু-একটি উদাহরণ দিয়ে বললে বুঝতে সুবিধে হবে।

যেমন, মজুরশ্রেণী, ভারতবর্ষের মজুরশ্রেণী, তার একটা কক্ষ বা orbitকে ধরুন। এখানে মজুরের ঘর থেকে আসা মজুর আছে, আবার চাষী জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র হারায়নি, গ্রামীণ ভাবজগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত

মজুররাও আছে, আবার শহরের মধ্যবিত্ত থেকে আসা মজুর, যারা বাবু সমাজের রুচি ও ভাবজগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, তারাও আছে। এই তিন মিলেই মজুরশ্রেণী। এখন এই মজুরশ্রেণীকে ধরুন বা মজুরের পার্টিটাই ধরুন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে আসা এই মজুরশ্রেণীর মধ্যেও নানা ধরণের ব্যক্তিগত ঝোঁক থাকে, নানা জঞ্জাল (fads) জমে থাকে। এই মজুরশ্রেণীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে এই ধরণের নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে, তাদের মানসিক গঠন (psychological make-up), অতীত ঐতিহ্য, রুচি, সংস্কার ইত্যাদি নানা প্রশ্নকে কেন্দ্র করে এমন লড়াই দেখা দিতে পারে, যেটা আলাদা করে বিচার করলে বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের চরিত্র নিয়ে দেখা দেয়। কিন্তু, যে মুহূর্তে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রশ্ন এসে যায়, সেই মুহূর্তেই, এই বিশেষ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সেই দ্বন্দ্বটি মিলনাত্মক হয়ে পড়ে।

বিষয়টা উল্টো দিক থেকেও সত্য। বিভিন্ন দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে বাজার নিয়ে, মুনাফা নিয়ে যে দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ, একটি একচেটে পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সাথে অপর একটি একচেটে পুঁজিপতি গোষ্ঠীর এই যে বাজার নিয়ে লড়াই — সেই দ্বন্দ্বের রূপ হচ্ছে বিরোধাত্মক বা antagonistic। এই দ্বন্দ্ব এক একটি পরিস্থিতিতে এমন রূপ নেয়, যাকে ভিত্তি করে এমনকি যুদ্ধও লেগে যায়। অর্থাৎ, দ্বন্দ্বটি (contradiction) তখন সংঘর্ষের (conflict) রূপ নেয়। কিন্তু, যে মুহূর্তে শ্রমিক বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মুখোমুখি হতে হয়, সেই মুহূর্তেই এই বিশেষ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার এই দ্বন্দ্বের চরিত্র পাল্টে যায়, তা মিলনাত্মক (non-antagonistic) দ্বন্দ্ব হয়ে পড়ে।

কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যেকোন সংগ্রাম দুই বিরোধী শিবিরের সংগ্রাম — এ ধারণা দ্বন্দ্বতত্ত্ব সম্মত নয়

এখন, যে পার্টিটা যথার্থই শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি, সেই পার্টির অভ্যন্তরে যে সংগ্রাম, তার চরিত্র নির্ণয় করার সময়েও কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। যেমন ধরুন, মার্কসবাদের মূলনীতি সম্পর্কে উপলব্ধি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ, methodological approach, অর্থাৎ, কোনও বিষয়কে দেখবার সময় চিন্তার পদ্ধতি কোন্ দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, পার্টি গঠনের প্রক্রিয়া, সংগঠনের মূল নীতি, যৌথ নেতৃত্বের ধারণা — এইসব গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক প্রশ্ন সম্পর্কে একমত হবার পরেও, এবং এই fundamentalsগুলো সামনে থাকা সত্বেও, কোন পরিস্থিতি বিচার (assess) করার সময় এমন ঘটনা ঘটতে পারে যে, সেই বিশেষ বিষয় সম্পর্কে, সেই issueকে বিচার করতে গিয়ে যুক্তি করার সময় বুর্জোয়া ভাববাদী বিচারধারার (bourgeois formal methodology) প্রভাব কারও মধ্যে কাজ করতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই এই বিষয়টা নিয়ে তখন যে দ্বন্দ্ব দেখা দেবে, সেটা পরস্পরবিরোধী রূপ নিয়েই দেখা দিতে বাধ্য। অর্থাৎ, কমিউনিস্ট মতাদর্শ, শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী, পার্টি গঠনের পদ্ধতি ও এই ধরণের বিষয়গুলো সম্পর্কে দু'জনেই একই orbit-এর মধ্যে অবস্থান করলেও, ঐক্যের এই মূল কাঠামোর মধ্যে এই বিশেষ দ্বন্দ্বটিকে একটি বিশেষ element হিসেবে আলাদা করে বিচার করলে সেই দ্বন্দ্বটি antagonistic বা বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের রূপে আবির্ভূত হতে পারে। তাহলে, এসব ক্ষেত্রে কোন্ নীতির ভিত্তিতে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে?

মনে রাখতে হবে, যে বিশেষ বিষয়টি নিয়ে এই দ্বন্দ্বটি দেখা দিল, তার মধ্যে কোন্ চিন্তা সঠিক, কোন্ চিন্তা ভুল, এই right-wrong (সঠিক-বেঠিক)-এর প্রশ্নটি নিয়ে পার্টির অভ্যন্তরে মার্কসবাদী বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে তীব্র আদর্শগত লড়াই পরিচালনা করতে হবে এবং তার ভিত্তিতেই এই প্রশ্নের সমাধানও করতে হবে। এখানে কোনও আপোষের প্রশ্ন আসতে পারে না, তেমনই একই সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কে ছেদ ঘটতেও পারে না। তাই এই লড়াইটা যখন করছি, সেটা দুটো শ্রেণী শত্রুর মধ্যে লড়াই — এমন মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে করছি না। বরঞ্চ, দু'জনেই লড়াইটা এমন কায়দায় পরিচালিত করছি যে, এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে দুজনের সম্পর্ক শুধু বিঘ্নিত হচ্ছে না তাই নয়, পার্টির মধ্যে দু'জনের বোঝাপড়া আরও পরিষ্কার হচ্ছে, ঘনিষ্ঠ হচ্ছে, এবং এই লড়াইটির যথার্থ সমাধানের ভিত্তিতে ঐক্য আরও সুদৃঢ় হচ্ছে, পার্টিটা শক্তিশালীই হচ্ছে। সুতরাং, ঐক্যের কাঠামোর মধ্যেই আমরা বিশেষ বিষয়টা সমাধানের জন্য চূড়ান্ত লড়াই করছি — লড়াইয়ের চরিত্রটা হচ্ছে এই পর্য্যায়ের। অর্থাৎ, মীমাংসা করা ও ঐক্য বিধান করাই এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য, পার্টিকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে দেওয়া নয়। তাই শ্রম ও পুঁজির লড়াইয়ের মত একে অপরকে উচ্ছেদের লড়াই এটা হতে পারে না। তাহলে, আমরা দু'জনেই আমাদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর সমস্ত ক্ষেত্রেই একই মূলনীতির দ্বারা পরিচালিত, আমরা একই orbit-এ অবস্থান করি — এসব কথার কোন মানে থাকে না।

ব্যাপারটাকে আর একটু ব্যাখ্যা করে বলি। দুটো দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কথা যদি ধরি, অর্থাৎ যদি ধরে নিই যে, বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে, methodological approach-এর বিচারধারার ক্ষেত্রে সেও কমিউনিস্ট, আমিও কমিউনিস্ট; সেও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী, আমিও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী। আমাদের দুটো পার্টির মধ্যেই, কিছু কিছু ভুল সত্ত্বেও, কমিউনিস্ট চরিত্র বজায় আছে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে কোনও তত্ত্বগত প্রশ্নকে কেন্দ্র করে যদি পার্থক্য দেখা দেয়, তখন একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শেষ বিচারে (in the ultimate analysis) সেটা শ্রেণীগত পার্থক্য, class-এরই পার্থক্য। কিন্তু, যেহেতু আমরা দুজনেই একটা ঐক্যের মৌলিক কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করছি, সেহেতু এই পার্থক্যটা আমার এবং তার সম্পর্ককে, ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না; কেননা, এই লড়াইটা ঐক্যের কাঠামোর মধ্যেই পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু, লিন পিয়াও'র রিপোর্ট অনুযায়ী কোন একটি কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেই হোক্, আর দুই দেশের দুটো কমিউনিস্ট পার্টি বা কমিউনিস্ট শিবিরের মধ্যেই হোক, পার্থক্য মানেই হচ্ছে মৌলিক পার্থক্য। তাই, সংগ্রাম মানেই হচ্ছে দুটো বিরোধী শ্রেণীর সংগ্রাম, দুই লাইনের সংগ্রাম, বুর্জোয়া-প্রোলেটারিয়েটের সংগ্রাম, দুই হেড কোয়ার্টারের সংগ্রাম! দ্বন্দ্বতত্ত্ব সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা থাকলে কেউ এরকম সিদ্ধান্তে আসতে পারতেন না; এরকম একটা তত্ত্ব কার্য্যতঃ দাঁড় করাতে পারতেন না যে, দ্বন্দ্ব মানেই হচ্ছে বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব, মিলনাত্মক দ্বন্দ্ব বলে কিছু নেই। Unity of opposite হচ্ছে basic law of dialectics — মাও-এর এই কথাটাকে পার্টির আভ্যন্তরীণ সংগ্রামের সাথে যুক্ত করার মধ্য দিয়েই এই বিপত্তির সৃষ্টি হল বলে আমার মনে হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি বিষয়ও আলোচনা করে যেতে চাই। অনেক সময় class influence in thinking (চিন্তায় শ্রেণীর ভাবগত প্রভাব) থাকে। অর্থাৎ, সর্বহারাশ্রেণীর পার্টির মধ্যে বুর্জোয়া চিন্তার প্রভাব থাকে। কিন্তু, তাকে class trend of thinking বলে না। আমরা যখন trend of thinking বলি, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সেটা class trend of thinking না হয়ে পারে না। কেননা, trend of thinking বলতে চিন্তার পদ্ধতি (process of thinking) এবং বিচারের ধারাকে (methodological approach) বুঝিয়ে থাকে। সুতরাং, প্রশ্ন হচ্ছে যে, একটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির ক্ষেত্রে একটি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির ক্ষেত্রে, একই সঙ্গে চারটা পাঁচটা parallel শ্রেণীচিন্তা অবস্থান করছে — এরকম ঘটনা ঘটতে পারে কি? একটি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির ক্ষেত্রে multi-class thinking থাকে কি করে? চীনের পার্টির ধারণাও (conception) এরকম নয়। এসব কথা একমাত্র নাম্বুদিরিপাদ-রণদিভের মত কমিউনিস্টরাই বলতে পারেন। তারা একসময় বলতেন, 'আমাদের মধ্যে group নেই (এটা অবশ্য তাদের নিছক দাবী ছাড়া কিছু না), আমাদের মধ্যে যা লড়ালড়ি, সেটা হচ্ছে বিভিন্ন trend এর লড়ালড়ি।' তারা ধরতেই পারলেন না যে, শ্রেণী বিভক্ত সমাজে trend মানে হচ্ছে class trend of thinking। মার্কসবাদের সমস্ত বই টই পড়ে যারা সব হজম(!) করে ফেলেছেন, একমাত্র তারাই এরকম কথা বলতে পারেন। আমার মাথায় এসব ঢোকেনা, আমি এসব বুঝতে পারি না।

একটি প্রশ্ন এসেছে যে, পার্টির মধ্যে বা কোন কর্মীর মনে কখনও কখনও যে বিভিন্ন ভ্রান্ত চিন্তা দেখা দেয়, তার কারণ কি? আমি মনে করি, inadequate standard, অর্থাৎ, প্রয়োজনীয় তত্ত্বগত মানের অভাবই এর মূল কারণ। বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজের ভাবনা ধারণাগুলো, petty-bourgois fadগুলো, পুরানো পচা ধ্যান-ধারণাগুলোর বাসা করার জায়গাই হচ্ছে এই inadequate standard। পাখী যেমন গাছের ফোকরে বাসা বাঁধে, মানুষের ক্ষেত্রে এই inadequate standard-এর ফোকরেই যতসব পুরানো ভাবনাচিন্তাগুলো বাসা বাঁধে, জায়গা করে নেয়। সেজন্যই পার্টি কর্মীদের চেতনার মানকে উন্নত করার প্রশ্নটি এত জরুরী।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রধান চারটি দ্বন্দ্বকে একত্রিত করেই আজকের দুনিয়ার দ্বন্দ্বের চরিত্রকে বুঝতে হবে

এখানে আর একটি প্রশ্ন এসেছে যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে চারটি দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে প্রধান দ্বন্দ্ব কোন্‌টা? আমি মনে করি, বিষয়টাকে এমনভাবে উপস্থাপনা করাটাই ভুল। কেননা লক্ষ্য করতে হবে, যে চারটি দ্বন্দ্বের কথা বলা হয়েছে, বলবার সময় সেই চারটিকেই প্রধান দ্বন্দ্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে, এই চারটি দ্বন্দ্বকে একত্রিত করেই (taken as a whole) আজকের দুনিয়ার প্রধান দ্বন্দ্বের চরিত্র কি, সেটা বুঝতে হবে। এটাই হচ্ছে সঠিক উপলব্ধি। বিষয়টা এরকম নয় যে, এই চারটির মধ্যে কোনও একটি দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে বাকি দ্বন্দ্বগুলো তার চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। ব্যাপারটা মোটেই সেরকম নয়। তাই এই চারটির মধ্যে কোন একটিকে আলাদা করে তাকে প্রধান দ্বন্দ্ব বলা চলে না। তবে একথা ঠিক

যে, এই চারটি প্রধান বা মূল দ্বন্দ্ব প্রতি সময়ে একইরকম ভূমিকা পালন করে না এবং একই গুরুত্ব নিয়ে অবস্থান করে না। একটা বিশেষ মুহূর্তে, নানা ঘটনা এবং পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে এর যে কোন একটি দ্বন্দ্ব প্রধান দ্বন্দ্বের ভূমিকা পালন করতে পারে। কখনও হয়তো জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম (National liberation struggle)। জোরদার হতে পারে, আবার কখনও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকের মুক্তি আন্দোলন প্রধান হয়ে দেখা দিতে পারে। কোন্‌টা কখন শক্তিশালী হবে, কোন্ দ্বন্দ্বটা কখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর বেশী প্রভাব বিস্তার করবে — সেটা নানা ঘটনা, নানা বৈচিত্র্যময় দ্বন্দ্বসংঘাত ও বিভিন্ন জিনিসের বিচিত্র সমাবেশের ওপর নির্ভর করে।

বিষয়টিকে এইভাবে না বুঝলে ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। যেমন, আজ যদি কেউ বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যে শ্রমিক-মালিকের দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ, বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রোলেটারিয়েটের দ্বন্দ্বটাই হচ্ছে আজকের দুনিয়ার প্রধান দ্বন্দ্ব, তাহলে আজকের বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রধান দ্বন্দ্বের বিশেষ চরিত্রটি না ধরতে পারার ফলে শান্তি আন্দোলন তথা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি মার খাবে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর শান্তি (peace) চাপানো (enforce) যাবে না। যার ফল অন্য দিক থেকে হবে মারাত্মক। যদিও প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখতে হবে যে, সোভিয়েট পার্টির নেতৃত্ব শোধনবাদীরা করায়ত্ব করার পর থেকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নানা ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য আজ সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর শান্তি চাপিয়ে দেওয়ার সেই সম্ভাবনা অনেকখানি মার খেয়ে গেছে। এই কারণেই বলছিলাম যে, এই চারটি দ্বন্দ্ব মিলেই আজকের দুনিয়ার প্রধান আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব গঠিত হচ্ছে এবং সেটা চলতে চলতেই নানা ঘাত-প্রতিঘাতের (twist and turn) ওপর নির্ভর করবে, একটি বিশেষ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে কোন্ দ্বন্দ্বটি সবচেয়ে গুরুত্ব নিয়ে দেখা দেবে।

নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে একটি নূতন ঘটনা

যেমন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে দুটো পাশাপাশি বিশ্বব্যবস্থা (world system of states) — একদিকে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থা এবং তার পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা যখন গড়ে ওঠে, ঠিক একই সময়ে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্র জোয়ারের মধ্য দিয়ে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে নবজাগ্রত জাতীয়তবাদী দেশগুলোর (resurgent nationalist countries) অভ্যুত্থান ঘটে। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এই সমস্ত নবজাগ্রত জাতীয়তবাদী দেশগুলির একটা বিশেষ ভূমিকা আছে বলে আমাদের পার্টি মনে করে। কী সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের প্রশ্নে, কী যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে, কী বিশ্ববিপ্লবের প্রশ্নে, আজকের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে, এইসব নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী দেশগুলোর ভূমিকাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার। বোঝবার সুবিধার জন্য বিষয়টি আমি আবার বলছি। লেনিন যখন বর্তমান দুনিয়ার প্রধান চারটি প্রধান দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন, তখন তাঁর সামনে সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসাবে একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নের উপস্থিতিটাই ছিল বাস্তব ঘটনা। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে কতকগুলো তাৎপর্য্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। একটি দেশের পরিবর্তে একাধিক দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার পাশাপাশি সমাজতন্ত্রও একটি বিশ্বব্যবস্থা (world system of states) হিসেবে গড়ে ওঠে, একটি পুঁজিবাদী বাজারের পাশাপাশি একটি সমাজতান্ত্রিক বাজার গড়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্র জোয়ারের মধ্য দিয়ে এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা অর্জনের ঘটনা সাম্রাজ্যবাদের শৃংখলকে অনেক বেশী দুর্বল করে দিতে সাহায্য করে। এইভাবে যে নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী দেশগুলি জন্ম নিল, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মূল দ্বন্দ্ব বিচার করার সময় সাম্রাজ্যবাদের সাথে এই সমস্ত জাতীয়তাবাদী দেশগুলর দ্বন্দ্বকে বিশেষভাবে বিচার করা দরকার। আজকের কমিউনিস্টরা যদি এই দ্বন্দ্বকে সঠিকভাবে দেখতে না পান, তাহলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নবজাগ্রত জাতীয়তবাদী দেশগুলির যে ভূমিকা তার সম্ভাবনাময় তাৎপর্য্য তাঁরা অনুধাবন করতে পারবেন না। আবার, নবজাগ্রত জাতীয়তবাদী দেশগুলির মধ্যে যারা অগ্রসর (advanced) দেশ, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা পালন করেত করতেই তাদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী ঝোঁক গড়ে ওঠার যে সুপ্ত সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে, তার চরিত্র বোঝাও তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে। ঠিক একইভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথেও এই নবজাগ্রত জাতীয়তবাদী দেশগুলোর সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে নানা বৈচিত্র্যময় দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে, দ্বন্দ্বের সেইসব জটিলতাকে উপলব্ধি করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হবেনা। বলাবাহুল্য, লেনিনের

পক্ষে এই ঘটনা (phenomenon), এই বিশেষ দ্বন্দ্বকে, দেখতে পাওয়া (view) সেদিন সম্ভব ছিল না। এই কারণেই ছিল না যে, সেদিনকার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এই দ্বন্দ্বের জন্মই হয়নি। এই দ্বন্দ্বকে লক্ষ্য করার কথা আজকের কমিউনিস্টদের, বর্তমান দুনিয়ার কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতাদের। আমরা মনে করি যে, বর্তমান দুনিয়ায় নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়ারাষ্ট্রগুলির (resurgent nationalist bourgeois states) অভ্যুত্থান এবং অস্তিত্ব যে নূতন দ্বন্দ্ব নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে, চারটি প্রধান দ্বন্দ্বের সাথে এটাকে পঞ্চ ম দ্বন্দ্ব হিসেবে অন্তর্ভুক্ত (incorporate) করে নেওয়া দরকার। অথবা, পঞ্চ ম দ্বন্দ্ব হিসেবে গ্রহণ করা নাও হয়, তাহলেও পঞ্চ ম দ্বন্দ্বের মত সমান গুরুত্ব দিয়েই একে দেখতে হবে। নাহ'লে, আজকের দিনের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বহু জটিল ঘটনাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয় বলে আমরা মনে করি। কিন্তু, আমরা আগেই বলেছি যে, লিন পিয়াও'র রিপোর্টে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এই বিশেষ নূতন দ্বন্দ্বটি সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

সমস্ত নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী দেশে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ঢালাও সিদ্ধান্ত বহু তত্ত্বগত অসঙ্গতি সৃষ্টি করেছে

নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী দেশগুলোর এই বিশেষ ভূমিকা চীনের পার্টির ধরতে না পারার একটা কারণ আমাদের নজরে পড়েছে। চীনের পার্টির পুরানো বিভিন্ন দলিল (document) থেকে আমরা পেয়েছি যে, তাঁরা সমস্ত নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী দেশগুলোকে ঢালাওভাবে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের (People's Democratic Revolution) স্তরে ফেলেছেন। অর্থাৎ, রাজনৈতিক বিকাশের যে স্তরেই থাকুক না কেন, নবজাগ্রত জাতীয়তবাদী সমস্ত দেশের ক্ষেত্রেই তারা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটা সাধারণ "দাওয়াই" (general formula) বাতলেছেন। তাঁদের মতে ভারতবর্ষও semi-colonial state, ঘানাও semi-colonial state, ইন্দোনেশিয়া, মরক্কো, সুদান, ইজিপ্ট — সকলেই semi-colonial state, অর্থাৎ আধা-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এবং এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং, সমস্ত দেশের লড়াইয়ের স্তর কার্য্যতঃ থাকছে জাতীয় মুক্তির লড়াই, পার্থক্যটা থাকছে শুধু ডিগ্রীর তারতম্যের। এছাড়া অন্য কোন পার্থক্য তারা দেখতে পাননি। আর, এটা দেখতে না পারার ফলেই resurgent nationalism-এর চরিত্র তাঁরা ধরতে পারছেন না এবং এই প্রশ্নে চীনের পার্টির সাথে আমাদের গুরুতর মতপার্থক্য রয়ে গেছে।

লিন পিয়াও'র রিপোর্টে বহু তত্ত্বগত অসঙ্গতি আছে মন্তব্য করে আমি আমার আলোচনা শুরু করেছিলাম। এই বিশেষ প্রশ্নটি নিয়েও তেমন আর একটি তত্ত্বগত অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে। চীনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ভারতবর্ষও একটি নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী দেশ হিসেবে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে রয়েছে। সুতরাং, এই ব্যাখ্যা থেকে শুরু করলে এটাই দাঁড়ায় যে, চীনের পার্টি মনে করে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রের চরিত্র হচ্ছে আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ঔপনিবেশিক এবং এটি একটি তাঁবেদার রাষ্ট্র (satellite state) ছাড়া আর কিছু নয়। সেক্ষেত্রে চারটি প্রধান দ্বন্দ্বের অলোকে বিচার করলে ভারতবর্ষের স্থান সাম্রাজ্যবাদ বনাম উৎপীড়িত জাতির দ্বন্দ্বের (imperialism versus oppressed nations) 'ক্যাটিগোরী'র (category) মধ্যে পড়ে। যদিও মনে রাখা দরকার যে, একটি জাতির ওপর oppression (দমন) থাকা মানেই সেটা oppressed nation হয়ে যায়না। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের ওপর আমেরিকার oppression আছে বলেই এদের আমরা oppressed nation বলতে পারিনা। যাই হোক্, যে কথা বলছিলাম, চীনের পার্টি যদি তাঁদের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই তত্ত্ব সঠিক বলে মনে করেন, তাহলে ভারতবর্ষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিই শুধু নয়, এমনকি পঞ্চ শীল নীতির যে প্রশংসা তাঁরা করেছেন, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে জওহরলাল নেহেরু যার অন্যতম উদগাতা, সেটা তাঁরা কি করে করলেন, আমি বুঝতে পারলাম না। কেননা, এই বক্তব্য বলার মধ্যে দিয়ে পরোক্ষভাবে হলেও ভারত সরকারের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকারই স্বীকৃতি মেলে। সুতরাং, এদিক থেকে বিচার করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আর যাই হোক, ভারতবর্ষের অবস্থান উপরোক্ত imperialism versus oppressed nations-এর category'র মধ্যে পড়তে পারেনা। তাহলে, চার দ্বন্দ্বের তালিকায় ভারতবর্ষের অবস্থান কোথায় — এই প্রশ্নের জবাব তাঁদের দিতে হবে। কিন্তু, তাঁদের আগের দুটো বক্তব্যকে মেলালে একথাই বলতে হয়, তাঁদের মতে যে ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার রাষ্ট্র, সে-ই আবার একইসাথে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা পালন করে চলেছে! এ কি করে সম্ভব?

শুধু তাই নয়, চীনের পার্টি যখন সোভিয়েটের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে, সেই সমালোচনাগুলো যদি লক্ষ্য করেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, বেশীর ভাগ সময়েই তাঁরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী (American imperialists) ও সোভিয়েট সংশোধনবাদীদের (Soviet revisionists) সাথে ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের (Indian reactionaries) এমনভাবে জড়িয়ে বলেন, যার মধ্য দিয়ে ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর একটি ভিন্ন চরিত্রই উদ্‌ঘাটিত হয়। যেমন, নবম কংগ্রেসের রিপোর্টে তাঁরা বলেছেন ঃ ''When Khruschev came to power and especially when the Soviet revisionists ganged up with the US imperialists and the reactionaries of India - etc. etc. ……অর্থাৎ, "ক্রুশ্চেভ যখন ক্ষমতায় আসলেন এবং যখন বিশেষ করে সোভিয়েট সংশোধনবাদীরা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিদের সাথে জোটবদ্ধ হল", ইত্যাদি ইত্যাদি। যদিও তারা এমন কোন কথা খোলাখুলি বলেন নি তাহলেও বুঝতে অসুবিধা হয়না যে, ভারতবর্ষের মত একটি রাষ্ট্রের পক্ষে একদিকে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ, অপরদিকে একটি 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী' রাষ্ট্রের (যেটা তাঁরা ধরে নিয়েছেন) সাথে জোটবদ্ধ হয়ে কাজ করার প্রশ্ন তখনই উঠতে পারে, যদি ধরে নেওয়া হয় যে, ভারতীয় রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র দেখা দিয়েছে এবং সে একচেটে পুঁজিবাদ, লগ্নী পুঁজি ও ধনকুবের গোষ্ঠীর (financial oligarchy) জন্ম দিয়েছে। কিন্তু, কি অদ্ভুত দেখুন! পঞ্চ শীলের নীতি প্রয়োগ করতে গিয়ে যে ভারতীয় রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা পালন করার প্রশংসা অর্জন করলো, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েট সংশোধনবাদীদের সাথে একজোট হওয়ার প্রশ্নে তারা নিজেরাই হয়ে পড়লো সাম্রাজ্যবাদী, অথচ জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের এমনই মহিমা যে, সেই একই ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী হয়ে পড়লো সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার! এইসব প্রশ্নের কি জবাব তাঁরা দেবেন আমি জানিনা।

নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী দেশগুলির শান্তির শ্লোগান ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শান্তি নীতি এক নয়

তবে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং পঞ্চ শীলের নীতি সম্পর্কে এই রিপোর্টে যেভাবে বলা হয়েছে, তাতে এই প্রশ্নে আমাদের বক্তব্যের পূর্ণ সমর্থন (confirmation) আমরা পেয়েছি। চীন এবং রাশিয়ার মধ্যে নানা মতবাদিক প্রশ্ন নিয়ে যখন Great Debate শুরু হয়, তখন চীনের অন্ধ স্তাবকেরাও অনেকে বলতেন এবং চীনের পার্টির বিভিন্ন লেখাগুলোর মধ্যে এমন ঝোক ছিল — যা থেকে মনে হ'ত যে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিটি হচ্ছে একটি সংশোধনবাদী নীতি এবং একটা সংশোধনবাদী পার্টি হিসাবে সোভিয়েট শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি মেনে চললেও চীনের পার্টি এই নীতি মানে না। আমরা তখনই বলেছি যে, মতপার্থক্য এখানে নয় যে, সোভিয়েট পার্টি শান্তিপূণ সহাবস্থান নীতি মানে, আর চীনের পার্টি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি মানে না — বিষয়টা এমন নয়। মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির বৈপ্লবিক তাৎপর্য্য অনুধাবন এবং তাকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী কি হবে — সেটা নির্দ্ধারণ করার প্রশ্নে। আসলে, চীনের পার্টি যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিকে একটি সুবিধাবাদী নীতি বলে মেনে করে না এবং তার বিরোধীও নয় — নবম কংগ্রেসের রিপোর্ট থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিন্তু, এখানে একটা কথা বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি। নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী দেশগুলি যখন শান্তির কথা বলে, সেটা যে তারা পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থের আশু প্রয়োজনের দিকে তাকিয়েই বলে, অর্থাৎ একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে শান্তির শ্লোগান সেই দেশের পুঁজিপতিশ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থে সবচেয়ে বেশী কাজে লাগবে বলেই বলে — এই দিকটা যদি বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টরা অনুধাবন করতে সক্ষম না হন এবং তার ফলে তাদের এমনভাবে প্রশংসা করতে থাকেন যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর শান্তির শ্লোগানের সাথে এদের পার্থক্য কোথায়, সেটাই শেষপর্য্যন্ত গোলমাল (confused) হয়ে যায় তাহলে বহু বিপত্তি দেখা দিতে বাধ্য। আমর দেখেছি, কী সোভিয়েটের পার্টি, কী চিনের পার্টির বক্তব্য এবং ব্যবহারের মধ্যে এই ত্রুটি রয়ে গেছে। কোন নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী দেশের সঙ্গে যখন তাঁদের সম্পর্ক ভাল থাকে, তখন তাঁরা অহেতুক তার প্রশংসা করে; আবার কোন কারণে সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেলেই এমনভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে যে, সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী দেশগুলির যে দ্বন্দ্ব, তাকে বিপ্লবী আন্দোলনের স্বার্থে কাজ না লাগিয়ে, তাকে তীব্রতর না করে, কার্য্যত তাদের সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের দিকে ঠেলে দিতেই সাহায্য করে।

উদাহরণ দিলে বিষয়টা অনেক সহজ হবে বলে মনে হয়। আমদের পুরানো লেখাগুলিতে আমরা এসব নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা চীনের পার্টির উদ্দেশ্যেও একথা বলেছি যে, তাঁরা যখন "হিন্দী-চীনী ভাই

ভাই' করেছেন, যখন জওহরলালের শান্তিনীতির প্রশংসা করেছেন, সোভিয়েটের সঙ্গে যখন তাঁদের দোস্তী ছিল পুরোমাত্রায়, তখন তাঁরা কোন ব্যাপারেই ভারত সরকারের সমালোচনা করেন নি, শুধু 'প্রগতিশীল' বলে তারিফ করেছেন। তখন তাঁরা এদের শান্তিনীতির সাথে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শান্তিনীতির পার্থক্য কি — এসব কখনও তত্ত্বগত দিক থেকেও তুলে ধরেননি। অথচ, আমরা মনে করি, এইসব দেশগুলোর সাম্রাজ্যবাদবিরোধীতাকে কাজে লাগাবার সাথে সাথেই, শান্তির প্রশ্নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এদের কোন্ শ্রেণী স্বার্থ কাজ করেছে, এবং তার সাথে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শান্তিনীতির পার্থক্য কি, সেটা একই সাথে যদি তুলে না ধরা হয় এবং এদের class motive যদি expose করা না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে বিপদ দেখা দিতে বাধ্য। আমরা সেদিন বলেছিলাম, ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণী যদি অতি দ্রুত রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে না পারে, তাহলে যে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী আজ 'যুদ্ধ' ও 'শান্তির' প্রশ্নে সীমিত হলেও কিছুটা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা পালন করছে, পুঁজিবাদের বিকাশের ধারায় যখন এদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের বীজ এমনকি সুপ্ত আকারেও দেখা দেবে, তখন জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করার কাজে আজকের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এই বুর্জোয়াশ্রেণীই সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করবে। আমরা সেদিন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় এসব কথা বলেছি। নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের ঘটনা (phenomenon) কে ঠিকমত বুঝতে না পারার ফলেই, এই ধরণের বিচ্যুতি হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

সুতরাং, এতক্ষণ ধরে resurgent nationalism সম্পর্কে যে আলোচনা আমি করলাম, তা থেকে একথা পরিষ্কার যে, এদেরকে কেন্দ্র করে দু'ধরণের দ্বন্দ্ব গড়ে উঠেছে — (১) নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব এবং (২) নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দ্বন্দ্ব। বলা বাহুল্য, নবজাগ্রত দেশগুলোর মধ্যে যে বিপ্লবভীতি কাজ করে সেখান থেকেই দ্বিতীয় দ্বন্দ্বটির জন্ম।

মার্কসীয় যুক্তি বিজ্ঞানের ভিত্তিতে তীব্র আদর্শগত আন্দোলনের মধ্য দিয়েই মতবাদিক পার্থক্যের সমাধান করতে হবে

শুধু নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী দেশগুলো কেন, সোভিয়েট সংশোধনবাদ সম্পর্কেও চীনের পার্টির বিভিন্ন সময়কার বক্তব্য এবং দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আমরা একমত হতে পারিনি। ১২ পার্টি এবং ৮১ পার্টির দলিল দুটি বাস্তবে জগাখিচুড়ী দলিল (compromise document) হলেও, অর্থাৎ একই দলিলে শোধনবাদী ও বিপ্লবী লাইন পাশাপাশি স্থান পাবার ফলে শুধু সোভিয়েট পার্টিই নয়, এমনকি চীনের পার্টিও এই দুটো দলিলকে খুব তারিফ করেছে। এই দলিল দুটোতে বিপ্লবী লাইন এবং শোধনবাদী লাইন পাশাপাশি স্থান পাওয়ায় দু'পক্ষই তাদের বক্তব্যের সমর্থনে এই দলিল দুটো থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরেছে। এর ফলে uniform approach, অর্থাৎ, একই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী শুধু গড়ে উঠতে পারেনি তাই নয়, একে অপরের বিরুদ্ধে কুৎসা করতে, 'মূল লাইন থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে' — এমন অভিযোগ আনতেও কসুর করেনি। সেদিন আমরা যে হুঁশিয়ারী দিয়েছিলাম, সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলাম, আজ সেসব নিদারুণ সত্য হিসেবে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছে। অথচ, মজার বিষয় হচ্ছে যে, দুপক্ষই এই দলিল দুটোকে তারিফ করতে করতেই একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছে।

আমরা সকলেই জানি যে, একটা সময় পর্যন্ত চীনের পার্টি সোভিয়েট পার্টির শোধনবাদী চরিত্র সম্পর্কে কোন সমালোচনা করেনি। পরে তাঁরা একথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, ঐক্য রক্ষার স্বার্থেই নাকি এর প্রয়োজন ছিল। আমরা সেদিন তাঁদের এসব বক্তব্য মেনে নিতে পারিনি। আমরা বলেছি, মার্কসবাদীরা কোনমতেই মূলনীতির প্রশ্নে আপোষ (compromise) করতে পারেনা। মূলনীতিতে আপোষ করলে, শুধু যে মূলনীতি বিসর্জন দেওয়া হয় তাই নয়, যে ঐক্য রক্ষার জন্য তারা এমন কাজ করেন, শেষপর্যন্ত সেই ঐক্যও রক্ষা করা সম্ভব হয়না। বাস্তবে ঘটেছেও তাই। আজ চীন এবং রাশিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ততার কি পর্যায়ে গেছে, সেকথা সকলেরই জানা আছে। আমরা মনে করি, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্টদের মধ্যে ঐক্যকে সুদৃঢ় করার জন্যই সেদিন প্রয়োজন ছিল এবং আজও যেটা প্রয়োজন, তা হচ্ছে মূলনীতি সংক্রান্ত পার্থক্যগুলোকে দিয়ে তীব্র আদর্শগত আন্দোলন গড়ে তোলা এবং তার মধ্য দিয়েই মতবাদিক পার্থক্যগুলোকে সমাধান (resolve) করার চেষ্টা করা। কেননা, মূলনীতির প্রশ্নে জোড়াতালি দিয়ে বা আপোষ করে কোনদিনই ঐক্য রক্ষা করা চলে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না এইসব প্রশ্নে ঐক্যমত দেখা দিত, ততক্ষণ সেই প্রশ্নগুলোকে নিয়ে একদিকে আলাপ-

আলোচনা, মতবাদিক সংগ্রাম যদি তাঁরা চালাতেন, আবার অপরদিকে একইসাথে মূল শত্রু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম পরিচালনা করতে পারতেন, তাহলে আদর্শগত প্রশ্নে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সমর্থনে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টরা একই সঙ্গে সংগ্রাম পরিচালনা করতে পারত। ঐক্য ও সংগ্রামের (unity and struggle) নীতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলে, এই দুটো কাজই একসঙ্গে করার কোন অসুবিধে ছিল না। আমরা বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর সামনে বারবার এই আবেদনই রেখেছি। 'An Appeal to the leaders of International Communist Movement' প্রবন্ধটিতেও আমরা এই প্রস্তাবই রেখেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের সেই প্রস্তাবে কেউ কান দেননি। শুধু একটি ব্যাপারে দেখেছি, যেকোন কারণেই হোক্, চীনের পার্টি তার মনোভাব পরিবর্তন করেছে। এক সময় আলবেনিয়ার পার্টি সোভিয়েট পার্টির প্রকাশ্য সমালোচনা করেছিল। চৌ এন্-লাই তাতে আপত্তি করেছিলেন;বলেছিলেন, এরকম প্রকাশ্যে সমালোচনা করা উচিত নয়;যদিও আমরা চীনের পার্টির এই বক্তব্যকে মেনে নিতে পারিনি। আজ দেখতে পাচ্ছি যে, চীনের পার্টি এইসব প্রশ্নে প্রকাশ্য সমালোচনার নীতি নিয়ে চলছে। শুধু আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমস্যা নিয়েই নয়, আজ রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক নানা প্রশ্নে যে মতপার্থক্য তাদের নিজেদের দেশেও দেখা দিয়েছে, সেসব মতপার্থক্যকেও সমাধান করার জন্য তারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পথে পা বাড়িয়েছেন। সুতরাং, তাদের পুরানো এই মনোভাবের ক্ষেত্রে যে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে — চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবই তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। তারা শুধু পার্টি সদস্যদের নিয়েই নয়, এমনকি জনগণকে জড়িয়েও এই মতবাদিক সংগ্রাম পরিচালনা করছেন।

লিউ শাও-চি'র বিরুদ্ধে লিন পিয়াও'র সমালোচনার রীতি কমিউনিস্ট নীতি নৈতিকতার দিক থেকে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরেছে

লিউ শাও-চি চরম সুবিধাবাদী হয়ে গেছে, একথা মেনে নিয়েও তাঁকে নবম পার্টি কংগ্রেসে fight করতে গিয়ে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে, যে ব্যাপারে আমার কিছু ethical question মনে জেগেছে। আমি জানি যে, একজন ব্যক্তি পার্টি নেতৃত্বের অত্যন্ত উচ্চস্থান দখল করার পরও তাঁর পতন ঘটতে পারে। সুতরাং, যিনি মাও সে-তুং-এর পরেই পার্টি নেতৃত্বের স্থান দখল করেছিলেন, সেই লিউ শাও-চির পতন হতে পারেনা, আমি এরকম কথা মনে করি না। এ ধরনের চিন্তা কোন বিজ্ঞানের মধ্যেই পড়ে না, মার্কসবাদের মধ্যে তো নয়ই। তাই দলের কর্মীদের আমি বারবার এ কথাই বলতে চেয়েছি যে, একবার কমিউনিস্ট হবার যোগ্যতা অর্জন করলে তার আর পতন হতে পারেনা, ব্যাপারটা মোটেও সেরকম নয়। তাই, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আমাদের প্রমাণ দিয়ে যেতে হবে যে, আমরা কমিউনিস্ট থাকতে পেরেছি। যাই হোক্, নবম কংগ্রেসের রিপোর্টে যেভাবে লিউ শাও-চিকে দলত্যাগী, শোধনবাদী, চীনের ক্রুশ্চেভ ইত্যাদি বলা হয়েছে — আমরা তার বিরুদ্ধেও কিছু বলিনি। বরঞ্চ চীনের পার্টির নেতৃত্ব যে সমস্ত ঘটনা তুলে ধরেছে, তার 'অথেন্‌টিসিটি'র উপর ভিত্তি করে একথা বলতেই হবে যে, লিউ শাও-চি'র লাইন ছিল শোধনবাদী লাইন। সংগঠনগত প্রশ্নে, খোলামেলা মতবাদিক সংগ্রাম (open polemics) পরিচালনার প্রশ্নে, সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে শ্রমিক সহ জনসাধারণের সমস্ত স্তরে পৌঁছে দেবার প্রশ্নে, শিল্প-কলা-শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সরকারী বিভিন্ন দপ্তরের ভূমিকা কি হবে সেইসব প্রশ্নে, এবং বিশেষ করে চীনের সমাজ অভ্যন্তরে শ্রেণীসংগ্রামের গুরুত্ব কতটা এইসব বিভিন্ন প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মাও সে-তুং তথা পার্টি নেতৃত্বের সাথে লিউ শাও চি'র যে মত পার্থক্য ফুটে উঠেছে, তার মধ্য দিয়েই লিউ শাও-চি'র শোধনবাদী লাইন পরিষ্কার। এ সম্পর্কে আমাদের মনে কোন সংশয় নেই। কিন্তু, আমি সম্পূর্ণ অন্যদিক থেকে, communist ethics এবং code of conduct এর দিক থেকে কয়েকটি বক্তব্য তুলতে ধরতে চাই।

যেমন ধরুন, কেন্দ্রীয় কমিটির কোন সিদ্ধান্ত বা বিশ্লেষণ অথবা দলের সর্বোচ্চ নেতার কোন চিন্তাকে যখন দলের অন্যান্য নেতারা ব্যাখ্যা করেন, এবং সে সম্পর্কে আলোচনা করেন অথবা বই লেখেন — তখন সকলেই কি সবসময় সেইসব সিদ্ধান্ত, বিশ্লেষণ বা চিন্তাকে একেবারে নিখুঁতভাবে (in exaction) উপস্থাপনা করতে পারেন? যদি না পারেন, তাহলে এরকম তো হতেই পারে যে, এইসব সিদ্ধান্ত, বিশ্লেষণ বা চিন্তাকে সমর্থন করা সত্ত্বেও বলা বা লেখার সময় কিছু কিছু ত্রুটি ঘটে গেল। সুতরাং, দলের এক সময়কার অত্যন্ত

বিশ্বস্ত নেতা, হয়তো উচ্চস্তরেরই নেতা যদি কোন কারণে পরবর্তীকালে পার্টিবিরোধী হয়ে পড়েন, তাহলে পুরানো সেইসব লেখার ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো উল্লেখ করে এসব কথা বলা চলে কি যে, তিনি বরাবরই পার্টি বিরোধী ছিলেন এবং বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থই তিনি প্রতিনিধিত্ব করেছেন — এবং এই লেখাগুলোই হ'ল তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ? যারা এ ধরণের কথা বলেন, তাদের এটা কোন্ ধরণের সততা (scruple) — আমি ভেবে পাইনা। অথচ, নবম কংগ্রেসে লিউ শাও-চি সম্পর্কে যে ধরণের বক্তব্য বলা হয়েছে, তাতে এই কথাটাই আমার বারবার মনে হয়েছে।

আর একটা প্রশ্নও আমাকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে। যে লিন পিয়াও নেতৃত্ব এরকম একটা পথ বেছে নিলেন, তাঁরা যদি মতবাদিক দিক থেকে দুর্বল না হতেন, তাহলে তাদের এই পথ বেছে নিতে হল কেন? অতীতের একজন নেতা, তিনি অতীতে নেতা থাকলেও বর্তমানে পাটিবিরোধী হয়ে পড়েছেন এবং পার্টির মূল রাজনৈতিক লাইনকেই oppose করে বসে আছেন — দলের কর্মীদের থেকে সেই নেতাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তো এই ঘটনাই যথেষ্ট। অতীতের নেতা, আজ পার্টি বিরোধী হয়ে গেছেন — এ সত্ত্বেও যদি তাকে expose না করা যা, shatter না করা যায়, তাহলে কি গল্প বানিয়ে সে কাজ করা যাবে? ফলে, এসব বলার কি প্রয়োজন যে, সে প্রথম থেকেই সাম্রাজ্যবাদের দালালী করেছে, সেরকম একটা ষড়যন্ত্র করেছে এবং বরাবরই একটা ফন্দি নিয়ে চলেছে? আর, এভাবে বললে কর্মীরাও তো সমালোচনার মূল বিষয়টাই ধরতে পারবে না। একজন নেতার যখন থেকে পতন শুরু হল এবং বিশেষ করে যে সময়ে এসে তিনি প্রতিবিপ্লবী হয়ে পড়লেন, আমি মনে করি, তখনকার কার্য্যকলাপগুলো তুলে ধরে সমালোচনা করলেই দলের কর্মীদের চেতনার মান বাড়াতে সাহায্য করা হবে। নাহলে, গোটা সমালোচনাটাই একটা ব্যক্তিগত পর্য্যায়ে নেমে যেতে বাধ্য। সুতরাং, যখন তিনি পার্টি এবং বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তখনও তিনি চক্রান্তকারী ছিলেন — এভাবে বলাটা অন্যায়। সে যাই হোক্, আমি এ প্রসঙ্গে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ নীতি (general principle) তুলে ধরতে চাই। কোন ব্যক্তি, যে কোন কারণে পার্টির বিরুদ্ধে গেলেই তাকে এজেণ্ট বলা চলে কি? কেননা, একজন লোক ভুল করেও পার্টির বিরুদ্ধে যেতে পারে। একজন সৎ মানুষ — তাঁর চেতনার অনুন্নত মানের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে, বুর্জোয়া ভাবধারায় আচ্ছন্ন হয়ে তার বিপ্লবী সত্ত্বাকেই পুরোপুরি নষ্ট করে দিয়ে একেবারে পুরোপুরি প্রতিক্রিয়াশীল বনে যেতে পারে। ফলে, সে একজন এজেণ্টের মতই ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু, তাই বলে একজন known agentকে আমরা যেভাবে দেখি — আর একজন, যে এজেণ্ট নয়, কিন্তু এজেণ্টের মতই ক্ষতি করল — তাকেও কি একই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করা চলে? দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের শিক্ষা আমাদের কি বলে?

শুধু মাঠে ময়দানে লড়াই করলেই বা কিছু কমিউনিস্ট আচরণবিধি মেনে চললেই কমিউনিস্ট হওয়া যায়না

লিউ শাও-চি'র Inner party struggle-এর ওপর লেখা বইটির ত্রুটি সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি। এবার How to be a good Communist[১] বইটি সম্পর্কে দু-একটি কথা বলতে চাই। লিন পিয়াও'র রিপোর্টে লিউ শাও-চি'র বিরুদ্ধে এক অদ্ভুত কথা বলা হয়েচে। লিউ-এর বিরুদ্ধে লিন পিয়াও'র অভিযোগ — 'এ কেমন ব্যাপার যে, জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লিউ একটি কথাও বললেন না?' আমি এসব অভিযোগ দেখে তাজ্জব বনে গেছি। 'কেমন করে সাচ্চা কমিউনিস্ট হতে হবে' — এর সঙ্গে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সম্পর্ক কি? বইটির আলোচ্য বিষয় যদি হ'ত, কি করে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে — তাহলে সেটা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রশ্ন। কিন্তু, আলোচ্য বিষয় যেখানে হচ্ছে, যোগ্য কমিউনিস্ট হবার সংগ্রাম আমরা কি করে পরিচালনা করব, তার সাথে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথাটা আসে কি করে? অবশ্য, তাঁরা যদি মনে করেন যে, একজন লোক শুধু মাঠে-ময়দানে সংগ্রাম করলেই কমিউনিস্ট হয়ে যায়, তবে ভিন্ন কথা। মাঠে-ময়দানে সংগ্রাম করলেই যদি কমিউনিস্ট হওয়া যেত, তাহলে রুশ বিপ্লবের সময়ে যে গাদা গাদা লোক ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগই আজ শোধনবাদী হলেন কি করে? ভিয়েতনামের জঙ্গলে বন্দুক কাঁধে করে যে অসংখ্য মানুষ আমেরিকার বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেছেন, বিপ্লবের পর তাদের মধ্যে ক'জন কমিউনিস্ট হবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন? আসলে বন্দুক কাঁধে নিয়ে যারা লড়াই করেন, অনেক বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেন, তাঁরা যদি একই সাথে রুচি-সংস্কৃতি পরিবর্তনের সংগ্রামটা অব্যাহত না রাখেন, তাহলে নির্ঝঞ্ঝাট পরিস্থিতিতে, স্থায়িত্ব এলে, stability

দেখা দিলে, সেই সব লোকগুলোকে চেনাই মুশকিল হয়ে পড়ে। এককালের 'জান-প্রাণ-দেওয়া' লড়াকুরা চূড়ান্ত অহংবোধ এবং ব্যক্তি-সর্বস্ববাদের শিকার হয়ে পড়েন। এটা হল একটা দিক। আবার কেউ যদি মনে করেন যে, জনগণের দৈনন্দিন সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কমিউনিস্ট রীতি-নীতি এবং আচরণ পালন করলেই তিনি কমিউনিস্ট হতে পারেন, তাহলে সেটাও হবে আচরণবাদিতারই নামান্তর। এর একমাত্র মানে দাঁড়াবে, আচরণসর্বস্বতার পঙ্কে নিমজ্জিত হওয়া।

ব্যক্তিস্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের কাছে শুধু বিসর্জন দেওয়া নয়
— একটিকে অপরটির সাথে বিলীন করতে হবে।

সুতরাং একথা ঠিক যে, যে ব্যক্তি কমিউনিস্ট হতে চান, তাঁকে জীবনভোর লড়াইয়ের মধ্যেই থাকতে হবে। সে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই হোক্, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হোক্, অথবা নিজ দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধেই হোক্ — প্রতিটি কমিউনিস্টকেই এই সব লড়াইতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে কোন প্রশ্নই নেই। কিন্তু, তার মানে কি এই যে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক সংগ্রামের সাথে একজন ব্যক্তি যুক্ত থাকলেই তিনি আপন নিয়মেই (automatically) কমিউনিস্ট হতে পারেন? নাকি, সর্বহারার সংস্কৃতিকে আয়ত্ত করার সংগ্রামকে এই রাজনৈতিক সংগ্রামের সাথে যুক্ত করেই সর্বহারা সংস্কৃতি আয়ত্ত করার মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র তিনি কমিউনিস্ট হতে পারেন। আর, সর্বহারা সংস্কৃতি অর্জনের কাজটা আলাদা করে শুধুমাত্র কিছু আচরণ পালন করার মধ্য দিয়ে হতে পারে না। লিউ শাও-চি'র এই বইটি সম্পর্কে আমাদের সমালোচনা এইখানে যে, তিনি তাঁর বইটিতে এইসব গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো আলোচনা করেন নি। শুধু তাই নয়, যেমন ধরুন, ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকার মত শিল্পোন্নত দেশ, বা এমনকি ভারতবর্ষ, যেখানে ব্যক্তিবাদ (individulism) আজ অত্যন্ত প্রকট রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে, যেখানে বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভাবধারা (bourgeois sense of liberty) একটা সুবিধায় (privilege) পর্য্যবসিত হয়েছে — সেইসব দেশের কমিউনিস্টদের চেতনার মান (standard) কি হবে — এই দিকগুলো আলোচনার দরকার ছিল। অর্থাৎ, প্রাক্-বিপ্লব রাশিয়া বা প্রাক্-বিপ্লব চীনে, যেখানে বুর্জোয়া মূল্যবোধগুলো নিঃশেষিত হয়ে যায়নি, সেসব দেশে কমিউনিস্ট চেতনা ও নীতি-নৈতিকতার যে মান নিয়ে বিপ্লব সফল করা সম্ভব ছিল — আজ ভারতবর্ষের মতন দেশে, যেখানে ব্যক্তিবাদ চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে এবং ব্যক্তিবাদের সমস্যা যেখানে একটা প্রচণ্ড জটিল সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে — সেখানে অতীতের সেরকম মান নিয়েই কি ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং তাকে দূর (fight out) করা সম্ভব?

তবে, একথা ঠিক যে, লিউ শাও-চি তাঁর বইয়ে পার্টি স্বার্থের কাছে ব্যক্তিস্বার্থের বিসর্জনের প্রশ্নটি তুলে ধরেছেন। তিনি এই প্রশ্নটিকে যেভাবে তুলে ধরেছেন, অন্ততঃ আমার যতটুকু মনে আছে, বা আমি যেভাবে বুঝেছি, সেটা হ'ল, সর্বহারার মুক্তির স্বার্থ সমগ্র মানবজাতি ও সমস্ত নিপীড়িত জাতির মুক্তির স্বার্থের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর, যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণীস্বার্থের প্রতিভূ, তাই পার্টিস্বার্থের কাছে ব্যক্তিস্বার্থের নতিস্বীকার করার মধ্য দিয়ে আমরা সেই মুক্তি অর্জনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারি। এ প্রসঙ্গে যেটা মনে রাখা দরকার, তা হচ্ছে, ব্যক্তিস্বার্থকে পার্টি স্বার্থ বা সামাজিক স্বার্থের কাছে বিসর্জন দিতে হবে — এই চেতনা মূলতঃ বুর্জোয়া মানবতবাদেরই চেতনা। আমরা আগেও দেখিয়েছি যে, ব্যক্তিস্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের কাছে বিসর্জন দেওয়া, আর ব্যক্তিস্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের সাথে বিলীন করা — এই দুটো এক বা সমার্থক নয়। যখন ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দেবার কথা বলছি, তার মানে দাঁড়াচ্ছে, ব্যক্তিস্বার্থের একটা আলাদা অস্তিত্ব থাকছে। কিন্তু, ব্যক্তিস্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের সাথে বিলীন করতে পারলে ব্যক্তিস্বার্থের এই আলাদা অস্তিত্ব থাকেনা।

কিন্তু, লিন পিয়াও তার রিপোর্টে লিউ শাও-চি'র বক্তব্যকে বিকৃত করে দেখিয়েছেন। তিন ব্যঙ্গ করে বলেছেন, যে, 'ব্যক্তিস্বার্থকে পার্টির কাছে বিসর্জন দিতে হবে, একথার অর্থ হ'ল, তোমায় দিতে হবে কম, কিন্তু বিনিময়ে পাবে বেশি' (lossing a little to gain much)। কিন্তু আমি বলি, লিউ শাও-চি'র এই তত্ত্বের যদি এমন পরিণতি ঘটে, সেটা তো হবে ক্ষমতার অপব্যবহারের (abuse) সামিল। এরকম ঘটলে সেক্ষেত্রে abuseকে fight করতে হবে, তত্ত্বের মধ্যে কোন inadequency থাকলে, তা দেখাতে হবে, কিন্তু তার জন্য তত্ত্বকে বিকৃত করবে কেন?

আপনারা সকলেই জানেন যে, এসব সমস্যা সম্পর্কে আমাদের দলের কিছু সুনির্দিষ্ট বক্তব্য আছে। আমরা মনে করি, কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন করার যে সংগ্রাম, সেটা আসলে ব্যক্তিস্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের সাথে বিলীন করে দেওয়ার (identification) সংগ্রাম। It is a struggle in the realm of ethics। অর্থাৎ, এই সংগ্রামটা হচ্ছে আসলে রুচি-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সংগ্রাম। অর্থাৎ, আমার প্রতিটি কাজের মধ্যে আমার রুচি-সংস্কৃতিতে আমি সত্য সত্যই কতটা নিঃস্বার্থ, আমার selflessness এর চরিত্র কি, সেটা ethical plane-এ প্রতিফলিত হচ্ছে কিনা — এইসব দিকগুলোকে ভাল করে বিচার করে দেখতে হবে। কেননা, আমরা সকলেই জানি যে, সে-ই কমিউনিস্ট হবার যোগ্য, যাঁর মূল্যবোধগুলো ব্যক্তিস্বার্থবোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, যে নির্দ্বিধায় এবং হাসিমুখে ব্যক্তিস্বার্থকে দলের এবং সামাজিক স্বার্থের সাথে বিলীন করবার সংগ্রামে ব্যাপৃত হতে পারে! তাই, শত্রুর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াইয়ের সময়েই হোক্, অথবা দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়েই হোক, আমরা আমাদের প্রতিমুহূর্তের ব্যবহার, চলাফেরা সমস্ত কিছুর মধ্যে, রুচি-সংস্কৃতির একটা উচ্চমানকে প্রতিফলিত করছি — নাকি, একটু সুযোগ পেলেই, জ্ঞাতসারেই হোক্ আর অজ্ঞাতসারেই হোক্, নিজেকে জাহির করছি, অপরকে ছোট করছি, অল্পতেই মাথা খারাপ করছি — এইসব নানাদিক খুব ভাল করে নজর করা দরকার। একটু খোঁজ নিলেই ধরা পড়বে যে, ঘটনা যেভাবেই ঘটুক না কেন, এগুলো ঘটে তখনই, যখন ব্যক্তিবাদ বা অহম্ আমাদের মধ্যে মাথাচাড়া দিতে চায়। তাই, আমি যেটা বলতে চাইছি, তা হ'ল, আমরা অহম্ (ego) এবং ব্যক্তিবাদের প্রভাব থেকে কতটা মুক্ত হতে পেরেছি — সেটা ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে আমরা কেমন সুন্দর আলোচনা করছি বা বক্তৃতা দিচ্ছি তা থেকে ধরা যাবে না। এটা ধরতে হলে আমাদের দৈনন্দিন আচরণের মধ্যে আমরা কোন্ ধবণের সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করছি, সেখান থেকেই বুঝতে হবে।

ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামটা আর একদিক থেকেও অত্যন্ত জরুরী। শুধু পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার কথাই নয়, যেসব দেশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করে ফেলেছে — এমনকি সেই সমস্ত দেশেও বিপ্লবের পর এই ব্যক্তিবাদ নতুন করে দেখা দিতে পারে — এই সম্ভাবনার কথা আমি আগেই বলেছি। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ওপর প্রবন্ধে আমি একেই 'সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ' (socialist individualism) বলে আখ্যা দিয়েছি। আমি নতুন করে সে সম্পর্কে আর আলোচনা করছি না — সেই বইটা আপনারা ভাল করে পড়ে নেবেন। প্রসঙ্গক্রমে শুধু একটি কথা বলা দরকার। এই যে, ব্যক্তিবাদের সমস্যা, যেটা peace and stability (শান্তি ও স্থায়িত্বে) দেখা দিলে সমাজতান্ত্রিক দেশেও সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদের রূপে মাথাচাড়া দিতে পারে — চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে কিন্তু এইসব সমস্যা নিয়ে কোন বিশ্লেষণই তুলে ধরা হয়নি। অর্থাৎ, যখন অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব দেখা দেবে, অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা যখন বেড়ে যাবে, সেটা চীনের জনগণের মানসিকতায় (psychology) কি ধরণের প্রভাব ফেলতে পারে, সেগুলো সম্পর্কে কিন্তু চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে সুনির্দিষ্ট করে কিছু তুলে ধরা হয়নি। তাহলে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য কি ছিল? কিছু রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীদের (political opponents) বিরুদ্ধে কিভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করা যায় — তার নির্দেশ দেওয়া? এভাবে বুঝলে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গুরুত্বকেও কার্য্যতঃ ছোট করা হয় বলে আমি মনে করি।

শ্রমিকের ঘরে জন্ম নিলেই একজন সর্বহারা সংস্কৃতি অর্জন করেনা

কেননা, আমরা জানি যে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক জগতের পরিবর্তন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা আপনাআপনি আসেনা। আমি আপনাদের বার বার একটা কথা বলেছি যে, লেনিন যখন রাজনৈতিক উন্নত মান অর্জনের কথা বলেছেন, তখন তিনি সাংস্কৃতিক দিকটা ধরে নিয়েই বলেছেন। যেমন, তিনি বলেছেন, Socialism comes from without; অর্থাৎ, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্য দিয়েই শুধু সমাজতন্ত্র আসতে পারে না। এই কথাটার যথার্থ অর্থ বুঝতে পারলে আমরা একইভাবে বলতে পারি যে, Proletarian culture also comes from without the proletariat. It dose not spring from the life of the proletariat as such, it comes out of the struggle — an intense, fierce struggle — covering all aspects of life — economic, political moral, ethical and even cultural। অর্থাৎ, একজন ব্যক্তি সর্বহারার ঘরে জন্ম নিলেই automatically সর্বহারা সংস্কৃতি অর্জন করে না। বর্তমান সমাজে সে যেভাবে জীবন যাপন করে, সেটাও সর্বহারার সংস্কৃতি অর্জনের অনুকূল হতে পারে না। জীবনের

সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত দিককে ব্যাপ্ত করে — এক তীব্র এবং কঠিন আদর্শগত-সংস্কৃতিগত সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সর্বহারা সংস্কৃতি জন্মলাভ করতে পারে। কথাটা একটু ব্যাখ্যা করে বলি। একজন যেহেতু মজুরের ছেলে, সুতরাং সে কমিউনিস্ট এবং সর্বহারা সংস্কৃতির অধিকারী — এরকম ধরে নেওয়া ভুল। কেননা, আমরা জানি যে, বুর্জোয়া ভাবধারার প্রভাবে প্রভাবান্বিত শ্রমিক (bourgeoisfied worker) বা বাবু মজুর (labour artistrocrat) বলে কিছু কথা আছে এবং মজুরও দেখতে পাওয়া যায়। শ্রমিকের ঘরে জন্ম নিলেই যদি একজন সর্বহারা সংস্কৃতির অধিকারী হ'ত — তাহলে এ ধরণের ঘটনা ঘটে কি করে? সুতরাং, শ্রমিক যতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রেণী সচেতন না হয় — বিপ্লবী রাজনীতি, বিপ্লবী তত্ত্ব, সর্বহারা রুচি-সংস্কৃতির ভিত্তিতে বিপ্লবী আন্দোলনগুলো গড়ে না তোলে এবং প্রতিদিনের আন্দোলনে সচেতনভাবে এর চর্চা না করে — ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার কমিউনিস্ট হওয়ার সংগ্রাম শুরুই হতে পারেনা। কেননা, সাধারণভাবে সে তার নিজের জীবনের অসহায় অবস্থাকে ভিত্তি করে এবং বিশেষ পরিবেশে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই একটা জঘন্য (filthy) সংস্কৃতিরই চর্চা করে। তার মধ্যে হয় সামন্তী সমাজের কুসংস্কার, না হয় বাবু সমাজের ভাবগত প্রভাব, না হয় বিকৃত বা নিকৃষ্ট বস্তুবাদের (vulgar materialism)প্রভাব বর্তাতে বাধ্য। 'ভারতবর্ষের মাটিতে কেন এস ইউ সি একমাত্র সাম্যবাদী দল' — এই বইটাতে আমি এইসব বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেছি।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের প্রতিফলন হিসেবেই রাষ্ট্র অবস্থান করবে

ব্যক্তিগত স্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের সাথে বিলীন করার গুরুত্বকে আর একটি দিক তুলে ধরতে চাইছি। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে কিনা — বুর্জোয়া দুনিয়ায় বার বার এই প্রশ্নটি তোলা হয়েছে। এই প্রশ্নটির একটা পরিষ্কার জবাব দেওয়া দরকার। আমরা সকলেই জানি যে, রাষ্ট্র আছে মানেই তার জবরদস্তি আছে, coercion আছে। কেননা, রাষ্ট্র হচ্ছে এক শ্রেণীর হাতে অন্য শ্রেণীর ওপর জবরদস্তি করার যন্ত্র (instrument of coercion)। সুতরাং, সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় যখন রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটবে (wither away) — যে প্রশ্নে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য থাকার কথা নয় — একমাত্র তখনই রাষ্ট্রের এই জবরদস্তির কোন প্রশ্ন থাকবে না;একমাত্র তখনই ব্যক্তি সর্বপ্রকার social coercion (সামাজিক জবরদস্তি) থেকে মুক্ত হবে। মানবসমাজের ইতিহাসে ব্যক্তি স্বাধীনতার সর্বোচ্চ রূপ (maximum attainable freedom) একমাত্র তখনই অর্জন করা সম্ভব। আমি মনে করি, এই ব্যক্তি স্বাধীনতার সর্বোচ্চ রূপ অর্জনের সঠিক পদ্ধতি হচেছ — সামাজিক স্বার্থের সাথে ব্যক্তিস্বার্থকে বিলীন (indentification) করার সংগ্রামকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা। কেননা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেণী অবলুপ্ত হবার পরও, অর্থাৎ, economic category হিসেবে যখন আর শ্রেণী থাকছে না, তখনও উৎপাদন ও বণ্টনকে কেন্দ্র করে উপরিকাঠামোর (superstructure) যে লড়াই, সেটা ব্যক্তিস্বার্থের সাথে সামাজিক স্বার্থের বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের রূপে অবস্থান করবে। নতুন অর্থনৈতিক ভিত্তিকে (base) কেন্দ্র করে যে নতুন উপরিকাঠামো (superstructure) গড়ে উঠবে, পুরানো superstructure-এর hang over-এর (অবশিষ্টাংশের) সঙ্গে সেই নতুন superstructure-এর লড়াই চলবে। অর্থাৎ, in the field of superstructure antagonistic contradiction between individual interest and social interest will still continue to exist and as a reflection of that contradiction state will also exist। অর্থাৎ, ব্যক্তিস্বার্থের সাথে সামাজিক স্বার্থের বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব সেদিনকার পরিস্থিতিতেও চলতে থাকবে। আর, এই লড়াই হবে উপরিকাঠামোর লড়াই — অর্থাৎ, পুরানো চিন্তা-ভাবনা ধ্যান-ধারণার সাথে নতুন চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণার লড়াই — যার প্রতিফলন হিসেবে রাষ্ট্রও সেদিন অবস্থান করবে। সুতরাং, উৎপাদন-সম্পর্কের সাথে উৎপাদিকা শক্তির যে irreconcilable contradiction-এর প্রতিফলন হিসেবে আজ রাষ্ট্র অবস্থান করছে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের অবলুপ্তির মধ্য দিয়েও কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যেকার বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বটি আপন নিয়মে সমাধান (resolve) হয়ে যাবে না। সুতরাং, রাষ্ট্রের অবলুপ্তির (wither away) প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনেই ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যেকার বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বকে মিলনাত্মক দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত করা দরকার। এবং একাজ তখনই সম্ভব, যখন ব্যক্তিস্বার্থ সামাজিক স্বার্থের সাথে এক এবং অভিন্ন হয়ে পড়ে। এছাড়া বুর্জোয়াশ্রেণীকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করা এবং বুর্জোয়া ভাবধারার প্রভাব

থেকে সমাজকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা সম্ভব নয়। এইসব বিষয়গুলো নিয়ে দার্শনিক দিক থেকে সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করে একটা সমাধানের রাস্তা দেখানো — এসব আমরা লিউ শাও চি'র কাছে আশা করিনি। কিন্তু, এমনকি মাও সে-তুংও এগুলো দেখান নি। তাছাড়া, সর্বহারার একনায়কত্বের অধীনে বুর্জোয়া-প্রোলেটারিয়েটের সংগ্রাম বিরামহীনভাবে চলবে, এ বিষয়টার ওপর জোর দিতে হবে ঠিকই — কিন্তু, একথা বলার মানে কি এই যে, এই সংগ্রাম আবহমানকাল (infinity) পর্য্যন্ত চলবে? তাহলে কি এই সংগ্রামকে জিইয়ে রাখতে হবে, নাকি এই সংগ্রামের পরিণতিতে শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থায় যেতে হবে?' 'এই সংগ্রামকে জিইয়ে রাখতে হবে' — এরকম যে তাঁরা ভাবছেন তা নয়, কিন্তু কোন্ রাস্তায় শ্রেণী সংগ্রামের অবলুপ্তি ঘটবে, বিশেষতঃ এই স্তরে, সেটা তারা concretely (সুনির্দিষ্টরূপে) দেখাননি। এইসব প্রশ্নের কোন ইঙ্গিতই, এমনকি মাও সে-তুং-এর বক্তব্যেও নেই। অথচ, আজ যারা এই সংগ্রামের সাথে সরাসরি যুক্ত, একাজ তো তাদেরই করার কথা। সত্যিকথা বলতে কি, আমাদের যতটুকু জানা আছে, এই সমস্ত প্রশ্নগুলোকে নিয়ে একমাত্র আমাদের দল ছাড়া, আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিই যে সমাধানের পথ দেখাতে পারেন নি — এটা আমরা অত্যন্ত বিনয়ের সাথেই দাবী করতে পারি।

বিপ্লবোত্তর চীনের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদ না বলে নয়াগণতান্ত্রিক অর্থনীতি বলা দরকার

নবম কংগ্রেসের রিপোর্টে লিউ শাও-চি'র বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ আনা হয়েছে, যদিও সরাসরি নয়, একটু ঘুরিয়ে। বিপ্লবোত্তর চীনে যখন পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সংকট দেখা দেয়, তখন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে, স্বল্প মুনাফার ভিত্তিতে ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন পুঁজিপতিকে পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া হয়। এর মধ্য দিয়ে যতটুকু মুনাফার সুযোগ ছিল, তাতে সন্তুষ্ট থেকে কোন কোন পুঁজিপতি এই শর্ত মেনে নেয় এবং চীন থেকে হংকং চলে যাওয়া স্থগিত রাখে। লিউ শাও-চি'র বিরুদ্ধে এঁদের অভিযোগ হচ্ছে, তিনি নাকি এই সমস্ত পুঁজিপতিদের বোঝাবার সময় যে আবেদন করেছিলেন, তাতে তিনি পুঁজিবাদ একটি শোষণমূলক ব্যবস্থা এসব বলা সত্ত্বেও, শ্রমিকের সামনে পুঁজিবাদের 'প্রগতিশীল' রূপ তুলে ধরেছিলেন এবং শ্রমিকরা যাতে পুঁজিপতিদের সমর্থন করে — এমন সব কথা বলেছিলেন। আর, এই ঘটনাকে উল্লেখ করে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, 'দেখ, মালিকের মুনাফার জন্য তিনি শ্রমিকের কাছে উমেদারী করছে!'

এখানে আমি একটি মূল বিষয় অবতারণা করতে চাই। আমার একবার ঐ সময়ে চীনে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। তখন আমি দেখেছি যে, socialised sector-এর অধীনেই ব্যক্তিগতভাবে এই যে কিছু পুঁজিপতিকে সেদিন চীনের অর্থনীতিতে পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, চীনের নেতারাও অনেকে সেদিন তাকে নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদ (restricted capitalism) বলতেন। এইভাবে বলাটাকে আমি ভুল মনে করি এবং এ নিয়ে আমাদের দেশেও প্রচুর বিভ্রান্তি হয়েছে। সিপিআই(এম)-এর তাত্বিক নেতা রণদিভে তো বলেই বসলেন যে, মাও সে-তুং পুঁজিবাদকে ফিরিয়ে আনতে চান। প্রমাণ কি? না, মাও পুঁজিবাদকে এখনও প্রগতিশীল বলে মনে করেন। যদিও তিনি পরে ভুল স্বীকার করেছেন।

এটাকে restricted capitalism বলাটা আমার কেন ভুল মনে হয়েছে — সেটা বলছি। আমরা যখন বলি পুঁজিবাদ, তখন সেটা একটা উৎপাদন ব্যবস্থা, উৎপাদন-সম্পর্ক এবং উৎপাদনের বিশেষ উদ্দেশ্যকে বুঝিয়ে থাকে। তাহলে, চীন বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যখন উৎপাদনের উদ্দেশ্য এবং উৎপাদন সম্পর্কই পাল্টে গেছে — তখন একে পুঁজিবাদ বলা চলে কি করে? আসলে মার্কসবাদের পুরানো কেতাব পড়ে এবং কেতাব মাফিক শব্দ (term) ব্যবহার করতে গিয়ে এই বিপত্তি হয়েছে। কার্য্যতঃ এই ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত অর্থেও আর পুঁজিবাদ বলা চলে না। এটাকে New Democratic Economy বা নয়া গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই বলা উচিত। যাই হোক্, লিন পিয়াও'র রিপোর্টে লিউ শাও চিকে সমালোচনা করার ক্ষেত্রে ethics-এর যে দিকগুলো খেয়াল রাখা উচিত ছিল বলে আমার মনে হয়েছে — আমি সেগুলোই তুলে ধরলাম। কিন্তু, আমার এইসব আলোচনা সত্ত্বেও লিউ শাও-চি যে পরবর্তীকালে শোধনবাদী হয়েছিলেন, সে ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

প্রকৃত রাজনৈতিক সচেতন বলতে কী বোঝায়

প্রকৃত রাজনৈতিক চেতনা সংক্রান্ত যে আলোচনা আমরা করছিলাম, সেখানে ফিরে আসা যাক্। আমরা যখন কাউকে রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন (politically conscious) বলি, তখন তার সত্যিকারের তাৎপর্য্য

কি? সাধারণতঃ ধরে নেওয়া হয়, যার একটু তত্ত্বের কথা বলতে পারেন, theory নিয়ে কিছু চর্চা করেন, অনেক খবর রাখে, মোটা মোটা বই লিখতে পারেন, কোন্ বই-এ কি আছে বলতে পারেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন, তারাই বোধহয় রাজনৈতিকভাবে সচেতন। অন্ততঃ মোটা অর্থে অনেকেই এইভাবে ধরে নেয়। আমি মনে করি এভাবে ধরে নেওয়াটা ভুল। প্রথমতঃ, informative knowledge, আর সত্যিকারের জ্ঞান, এক জিনিস নয়। দ্বিতীয়তঃ, কোন মানুষ উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী হলেই সঙ্গে সঙ্গে এটা দাঁড়িয়ে যায় না যে, যেহেতু তিনি এইসব গুণের অধিকারী, সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন। এটা তখনই সত্য হয়, যখন তিনি তাঁর রুচি-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও একটা উচ্চমান বজায় রাখেন এবং একই সঙ্গে সেই সংগ্রামটাও পরিচালনা করেন। আমাদের পার্টির অভিজ্ঞতা থেকেও আমি বলতে পারি যে, অনেক সময় দেখা যায়, একজন কমরেড রাজনীতির খবরাখবরের দিক থেকে খুব তৈরী, কিন্তু পার্টিগত দৃষ্টি-ভঙ্গী, পার্টির স্বার্থবোধ বা identification-এর প্রশ্নে আর একজন কমরেড হয়তো তার থেকে অনেক বেশী সজাগ ও আগুয়ান (advanced)। তাই Political consciousness (রাজনৈতিক চেতনা) superfine (ভাল) না হলে character ভাল হয়না — বিষয়টা এরকম নয়।

আমার একথা থেকে আবার কেউ এটা ধরে নেবেন না যে, রাজনৈতিক চেতনা এবং সংস্কৃতিগত উচ্চমান অর্জনের সংগ্রাম দুটো আলাদা বিষয় এবং এর একটার সাথে আর একটার কোন সম্পর্ক নেই। ব্যাপারটা এরকম নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন বিষয়কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার, critically examine করবার যে ক্ষমতা তার সাথে রাজনৈতিক চেতনার মানের প্রশ্নটি জড়িত। যিনি বিভিন্ন সমস্যাকে, নানা জটিল বিষয়কে পারিপার্শ্বিক নানা জিনিসের সাথে সঠিকভাবে যুক্ত করতে পারেন, perfectly corelate করতে পারেন — স্বীকার করতেই করতেই হবে যে, সর্বহারা সংস্কৃতি অন্ততঃ কিছুটা হলেও তিনি অর্জন করেছেন। আবার, এই দুই-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলে, intellectual aptitude-এর একটা আপেক্ষিক স্বাধীনতা নেই — বিষয়টা এরকমও নয়। এরকম ঘটনা ঘটতে পারে যে, সর্বহারার আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকা সত্ত্বেও, এবং intellectual adaptibility আছে বলে, তার ভিত্তিতে কিছুটা বিচক্ষণতা (wisdom) দেখানো সত্ত্বেও, একজন মানুষ নানাধরনের দুর্বলতার শিকার হতে পারে, নানা fad জমে গিয়ে তার অগ্রগতি ব্যাহত হতে পারে।

আবার, এমন ঘটনাও ঘটতে দেখা যায় যে, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব ক্ষমতার অধিকারী এবং epistemological field-এর প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে master হওয়া সত্ত্বেও হয়তো জ্ঞানজগতের একটা বিশেষ ক্ষেত্রে ততটা equipped নন। যেমন দেখুন, লেনিনের মত মানুষ ক্লারা জেট্‌কিনকে বলেছিলেন, sex and psychology-র field-এ তাঁর জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। বলেছিলেন — I am, in this field, not very equiped. এইসব বিষয়ের ওপর কথা বলতে হলে যে vast comprehensive knowledge covering all aspects of life থাকা দরকার, আমার তা ততটা নেই — অন্ততঃ এই field-এ নেই এবং এ ব্যাপারে আমি ততটা সময় দিতে পারিনি। সেজন্য তিনি এ বিষয়ে দর্শনগত দিক থেকে সাধারণ কতকগুলো suggestion দেওয়া ছাড়া আর কিছু করেন নি। তিনি শুধু এই বিজ্ঞানকে আরও উন্নত করতে বলেছিলেন। লেনিন অতবড় মানুষ ছিলেন বলেই এবং তাঁর সংস্কৃতির পর্দাটা এত উঁচুতে বাঁধা ছিল বলেই বলবার সময় তার modesty-র (বিনয়ের) অভাব হয়নি। সুতরাং, এরকম হতে পারে যে, রাজনৈতিক জ্ঞান, সাংগঠনিক ক্ষমতা, intellectul ability — সমস্ত দিক থেকে একজন অদ্ভুতভাবে এগিয়ে আছেন, যার সমকক্ষ হয়তো আর কেউ নেই। কিন্তু, আর একজন নেতা, এ সমস্ত দিক থেকে তুলনামূলকভাবে অনেক পিছিয়ে থাকলেও, জ্ঞান জগতের কোন একটা বিশেষ শাখায় খানিকটা এগিয়ে যেতে পারেন।

বিভিন্ন তত্ত্বগত প্রশ্নে আমাদের দলের মূল্যবান বিশ্লেষণের কয়েকটি দিক

সুতরাং মার্কসবাদকে একটি comprehensive science হিসেবে এই সব প্রশ্নে বিকশিত করা, সমৃদ্ধশালী করা, বিশেষ করে বর্তমান দুনিয়ায় যেসব প্রশ্ন নতুন করে দেখা দিয়েছে, মার্কসবাদের আলোকে সেইসব প্রশ্নের যথাযথ বিশ্লেষণ তুলে ধরা এবং তার ভিত্তিতে সেগুলোর সমাধান করা, এই কাজগুলো বর্তমান সময়ে অত্যন্ত জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। যেসব বিষয় মার্কস view করতে পারেননি, লেনিন নিজেও যেগুলো দেখে যেতে পারলেন না — বিপ্লবের অল্পদিন পরেই তিনি মারা গেলেন — আজকের দুনিয়ার যাঁরা কমিউনিস্ট

আন্দোলনের পুরাভাগে রয়েছেন, যাঁরা নিজেরা এই লড়াইয়ের মধ্যে সরাসরি যুক্ত, তাঁরা কিন্তু এইসব প্রশ্নের যথাযথ কোন বিশ্লেষণ (analysis) আজও তুলে ধরতে পারেন নি। অথচ, এটার গুরুত্ব অপরিসীম। আমি আলোচনার পুনরাবৃত্তি না করে শুধু উল্লেখ করতে চাই যে, বর্তমান যুগে ব্যক্তিবাদের বিশেষ রূপ এবং বৈশিষ্ট্য, এযুগে শুধু বিপ্লব ও দলের স্বার্থে ব্যক্তিস্বার্থকে নিঃশর্তে সারেণ্ডার করাই যে সর্বোন্নত কমিউনিস্ট চরিত্রের মান হতে পারে না, ব্যক্তিকে বিপ্লব ও দলের সাথে একাত্ম বা বিলীন করাই যে সর্বোচ্চ মান, সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ সম্পর্কে হুঁশিয়ারী, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উন্নীত হবার পর ব্যক্তিস্বার্থ এবং সামাজিক স্বার্থের বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের প্রতিফলন হিসেবেই যে রাষ্ট্র অবস্থান করবে এবং এই বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বকে মিলনাত্মক দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত করার ওপরই যে রাষ্ট্রের অবলুপ্তির প্রশ্নটিট ওতপ্রোতভাবে জড়িত, একটি বুর্জোয়া পার্টির নেতৃত্বের সাথে একটি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বের পার্থক্য কোথায়, যৌথ নেতৃত্বের personification-এর (ব্যক্তিকরণ) মধ্য দিয়েই যে সঠিক নেতৃত্ব গড়ে ওঠে, মার্কসবাদে authority concept কি এবং তার সাথে authoritarianism-এর (গুরুবাদ) পার্থক্য কি — এইসব বিষয়গুলোকে নিয়ে exhaustive theoretical discussion একমাত্র আমাদের দলই করেছে, অন্য কোন পার্টি এইসব সমস্যার বিশেষ ধার কাছ দিয়েও যান নি, অন্ততঃ আমাদের নজরে পড়েনি। বর্তমান দুনিয়ায় resurgent nationalism-এর phenomenon কি, তার সাথে সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দ্বন্দ্ব কি রূপ নিতে পারে, অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক প্রধান চারটি দ্বন্দ্বের সাথে এটিকে পঞ্চ মদ্বন্দ্ব হিসেবে যুক্ত করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কি, না করলে কি ক্ষতি হতে পারে — এগুলো নিয়েও বিশেষ কেউ মাথা ঘামান নি। অথচ, কে অস্বীকার করতে পারে যে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকে নানা ধরনের বিচ্যুতি, বিশেষ করে শোধনবাদী বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করার দিক থেকে এসবের গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা সকলেই জানি যে, এই কাজ যদি না করা যায়, তাহলে, গুরুবাদের বিরুদ্ধে কার্য্যকরী কোন সংগ্রাম গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কেননা, গুরুবাদকে রোখার প্রশ্নটি একান্তভাবে অন্ধতা দূর করার ওপরই নির্ভর করে। সুতরাং, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে আজ যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, সেইসব প্রশ্নগুলোকে যদি তত্ত্বগত দিক থেকে বিশ্লেষণ না করা যায় এবং তার ভিত্তিতে কমিউনিস্ট নেতা থেকে শুরু করে কর্মী, এমনকী জনসাধারণকেও সচেতন না করা যায়, তাহলে, অন্ধতা দেখা দিতে বাধ্য। তবে মনে রাখতে হবে যে, অন্ধ আনুগত্যই শুধু অন্ধতা নয়, অন্ধ বিরোধিতাও অন্ধতা — যদিও অন্ধ আনুগত্যের মধ্যে যে অন্ধতা থাকে, সাধারণতঃ তাকেই অন্ধতা বলে ভুল করা হয়।

নবম কংগ্রেসে গৃহীত সংবিধান সম্পর্কে দু-চার কথা

এবার নবম কংগ্রেসে গৃহীত পার্টির সংবিধান সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, তারা প্রায়ই সংবিধান পাল্টান। পার্টির সংবিধানকে আমরা যেভাবে বুঝি, সেটা হ'ল, সংবিধান হচ্ছে একটি দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে একটি কমিউনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ যে সমস্যা, আন্দোলনের পরিস্থিতি, কর্মীদের চেতনা, পারস্পরিক সম্বন্ধের স্তর, সংগ্রামের জটিলতা, আদর্শের সংঘাত — সব কিছুকে সামনে রেখে সর্বহারা গণতন্ত্র এবং কেন্দ্রীকতার মিলনের (fusion) সমস্যা কি রূপ নিচ্ছে — তাকে ভিত্তি করে পার্টির কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একটি সাংগঠনিক নির্দেশ। এককথায় বলতে গেলে, সংবিধান হচ্ছে, পার্টির আভ্যন্তরীণ বাস্তব পরিস্থিতির যথার্থ প্রতিফলন। এভাবে না দেখলে সংবিধান হয়ে পড়বে ওপর থেকে কিছু ভাল ভাল কথা — হয়তো লেনিন থেকে নেওয়া, বা অন্য পার্টি থেকে নেওয়া, কিন্তু তাতে সতিকারের কাজ হতে পারেনা। সুতরাং সংবিধান যখন পাল্টানো হয়, কেন পাল্টানো হয়, কি কারণে পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিল, সেগুলো পরিষ্কার উল্লেখ না থাকলে বুঝতে অসুবিধা হয়। অথচ, এখানে সেসব কথা উল্লেখ করা হয়নি।

লিন পিয়াও-কে মাও সে-তুং-এর উত্তরাধিকারী (successor) বলে যেভাবে বলা হয়েছে, তাতে আপনাদের মধ্যে খুবই বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে — এটা আমি লক্ষ্য করেছি। এটা সকলেই জানেন যে, কোন কমিউনিস্ট পার্টিতে উত্তরাধিকার সূত্রে নেতৃত্ব গঠিত হয় না। নেতাদের যোগ্যতা, কমিউনিস্ট চরিত্রে দৃঢ়তা এবং দলের সাথে তাঁরা নিজেদের কতটা identify করে পেরেছেন, তার ওপরই নেতৃত্বের প্রশ্নটি নির্ভর করে। সুতরাং, successor কথাটা যে ভুল এবং এর সাথে মার্কসবাদের কোন সম্পর্ক নেই, একথা বুঝতে অসুবিধে হয় না। তবে একটি কথা আমি স্বীকার করব যে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে, এত অল্প

কথায় এবং সহজ ভাষায় সংগঠনের সমস্ত মূল নির্দেশগুলো (guiding principles) এই সংবিধানে যেমন সুন্দর করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, এরকম নজীর আগে বিশেষ চোখে পড়েনি। সেদিক থেকে এটা নিঃসন্দেহে প্রশংসা পাবার যোগ্য।

কিন্তু, তা সত্ত্বেও কিছু কিছু ত্রুটি আমার নজরে পড়েছে। যেমন, আমি মনে করি যে, একটি কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক নীতির যেটা মূল কথা, সেটা হ'ল, গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণ বা Democratic Centralism — সেটা সবচেয়ে প্রথমে আসা দরকার। কেননা, এই নীতির মূল বুনিয়াদের ওপর একটি কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনটা দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু, সেটা স্থান পেল, Article 5, Chapter-III অধীনে। আমি এর কোন অর্থ খুঁজে পাই না। আবার, এই Democratic Centralism ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা বলেছেন — ''It is essential to create a political situation in which there are both centralism and democracy''. etc. etc.। অর্থাৎ, "এমন একটি রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা দরকার যেখানে কেন্দ্রীকতা এবং গণতন্ত্র — দুই-ই রয়েছে। এইভাবে বলাকে আমি ভ্রান্ত মনে করি। এই গণতন্ত্র কোন্ গণতন্ত্র? এ কি উগ্র গণতন্ত্র (ultra democracy), আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র (formal democracy), উদারনৈতিক গণতন্ত্র (liberal democracy) — যেগুলো সবই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ, নাকি সর্বহারার গণতন্ত্র, অর্থাৎ, proletarian democracy? গণতন্ত্রের শ্রেণী চরিত্র উল্লেখ না করলে বিভ্রান্তি বাড়তে বাধ্য। অথচ, আমরা সকলেই জানি যে, লেনিন যখন এ বিষয়ে বলেছেন, তখন বলেছেন, গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণ হচ্ছে সর্বহারা গণতন্ত্রের সাথে কেন্দ্রীকতার মিলন। তৎসত্ত্বেও এরকম একটা ভ্রান্ত বা inadequate expression হ'ল কেন, আমি বুঝতে পারি না।

বলা হয়েছে, এমন একটি রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হবে, যেখানে both discipline and freedom, both unity of will and personal ease of mind and liveliness থাকবে। অর্থা, যেখানে নিয়মানুবর্তিতা এবং স্বাধীনতা এবং চিন্তার ঐক্য ও ব্যক্তির মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাণবন্তরূপ দুটোই থাকবে। এখানেও কিছু পরিষ্কার করে বলা হয়নি যে, এই freedom, কার freedom এবং কার হাত থেকে freedom? একি দাসপ্রভুদের অত্যাচারের হাত থেকে ক্রীতদাসদের স্বাধীনতা? অথবা, সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ যেকথা বলা আছে যে, individuals are condemned to freedom — এটা কি সেই freedom? সব কিছুই পরিষ্কার করে না বলে শুধু freedom-এর সাথে discipline বা নিয়মানুবর্তিতাকে মেলাবর কথা বলা হয়েছে। এটা আমার কাছে কিছুটা বিভ্রান্তিকর (confusing) বলে মনে হয়েছে। কিন্তু, unity of will and personal ease of mind and liveliness — এই কথাটা খুব ভাল লেগেছে। পার্টির মধ্যে যে সংগ্রামটা করব — সেখানে যেমন unity of will দরকার, তেমনই পার্টির অভ্যন্তরে পরিবেশটি এমন হবে যে, সমস্ত কর্মী, নির্দ্বিধায়, খোলামনে, স্বচ্ছন্দচিত্তে দলের অভ্যন্তরে সংগ্রাম পরিচালনা করতে পারে। যার মানে হচ্ছে, পূর্বধারণা (preconception), বক্তিগত বিদ্বেষ (personal animosity), ভয়ভীতি এবং গোপনীয়তার মনোভাব থেকে মুক্ত থেকে সকলেই আভ্যন্তরীণ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করবেন। এই দিকগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, নেতাদের কথা আমি বলছিনা — কিন্তু পার্টির অভ্যন্তরে যদি খোলামেলা একটা পরিবেশ না থাকে — তাহলে নীচের তলার কর্মীদের মধ্যে গোপন করার মনোভাব বা নানাধরণের নীচু প্রবৃত্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।[২]

১ নবম কংগ্রেসের রিপোর্টে লিউ শাও-চি'র লেখা Self-Cultivation বলে যেটি উল্লেখ করা হয়েছে সেটি How to be a good Communist বইটিতে আলোচিত হয়েছে।

২ যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য কিছু অংশ টেপ রেকর্ড না হওয়ায় কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে গেল। সেজন্য আমরা দুঃখিত।
— প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ ঃ
৫ আগস্ট, ১৯৮১, বাংলায় পুস্তিকাকারে।
৩০শে আগস্ট, ১৯৬৯ সালে প্রদত্ত ভাষণ।